সূচিপত্র

	অধ্যায়		পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	ইতিহাসের ধারণা		১—৩০
	১.১.	আধুনিক ইতিহাসচর্চার বৈচিত্র্য	১
	১.২.	আধুনিক ভারতের ইতিহাসচর্চার উপাদান ব্যবহারের পদ্ধতি	৬
	◆	KEY POINTS	৮
	◆	SPECIAL TIPS	৯
	◆	MIND MAP	১০
	◆	প্রশ্ন ও উত্তর ■ বিশেষ আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রশ্ন	১১-২৯
দ্বিতীয় অধ্যায়	সংস্কার : বৈশিষ্ট্য ও পর্যালোচনা		৩১—৫৯
	২.১.	উনিশ শতকের বাংলা— সাময়িকপত্র, সংবাদপত্র ও সাহিত্যে সমাজের প্রতিফলন	৩১
	২.২.	উনিশ শতকের বাংলা— শিক্ষা সংস্কার : বৈশিষ্ট্য ও পর্যালোচনা	৩২
	২.৩.	সমাজ ও ধর্মসংস্কার	৩৪
	২.৪.	উনিশ শতকের বাংলা— ধর্মসংস্কার ও পর্যালোচনা; ব্রাহ্ম আন্দোলন— বিবর্তন, বিভাজন, বৈশিষ্ট্য ও পর্যালোচনা	৩৫
	২.৫.	বাংলায় নবজাগরণের চরিত্র ও পর্যালোচনা	৩৬
	◆	KEY POINTS	৩৭
	◆	SPECIAL TIPS ■ MIND MAP	৩৮
	◆	প্রশ্ন ও উত্তর ■ বিশেষ আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রশ্ন	৩৯-৫৮
তৃতীয় অধ্যায়	প্রতিরোধ ও বিদ্রোহ : বৈশিষ্ট্য ও বিশ্লেষণ		৬০—৮৪
	৩.১.	ঔপনিবেশিক অরণ্য আইন ও আদিবাসী জনগণের প্রতিক্রিয়া	৬০
	৩.২.	প্রতিরোধের আর এক দিগন্ত : ধর্মীয় চেতনা ও কৃষক বিদ্রোহ	৬২
	◆	KEY POINTS ■ SPECIAL TIPS	৬৪
	◆	MIND MAP	৬৫
	◆	প্রশ্ন ও উত্তর ■ বিশেষ আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রশ্ন	৬৬-৮২
চতুর্থ অধ্যায়	সংঘবদ্ধতার গোড়ার কথা : বৈশিষ্ট্য ও বিশ্লেষণ		৮৫—১০৬
	৪.১.	১৮৫৭-এর বিদ্রোহের চরিত্র ও প্রকৃতি	৮৫
	৪.২.	সভাসমিতির যুগ : বৈশিষ্ট্য ও বিশ্লেষণ	৮৬
	৪.৩.	লেখায় ও রেখায় জাতীয়তাবোধের বিকাশ : বৈশিষ্ট্য ও বিশ্লেষণ	৮৭
	◆	KEY POINTS	৮৮
	◆	SPECIAL TIPS ■ MIND MAP	৮৯
	◆	প্রশ্ন ও উত্তর ■ বিশেষ আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রশ্ন	৯০-১০৪
পঞ্চম অধ্যায়	বিকল্প চিন্তা ও উদ্যোগ (উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বিশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত) : বৈশিষ্ট্য ও পর্যালোচনা		১০৭—১২৫
	৫.১.	ছাপাখানার বিকাশ	১০৭
	৫.২.	বাংলায় বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার বিকাশ	১০৮
	৫.৩.	ঔপনিবেশিক শিক্ষাধারণার সমালোচনা	১০৯
	◆	KEY POINTS ■ SPECIAL TIPS	১১০
	◆	MIND MAP	১১১
	◆	প্রশ্ন ও উত্তর ■ বিশেষ আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রশ্ন	১১২-১২৩

অধ্যায়			পৃষ্ঠা
ষষ্ঠ অধ্যায়	বিশ শতকের ভারতে কৃষক, শ্রমিক ও বামপন্থী আন্দোলন : বৈশিষ্ট্য ও পর্যালোচনা		১২৬—১৪৬
	৬.১.	বিশ শতকের ভারতে কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেস ও বামপন্থী রাজনীতির সংযোগ	১২৬
	৬.২.	বিশ শতকের ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেস ও বামপন্থী রাজনীতির সংযোগ	১২৭
	৬.৩.	বিশ শতকের ভারতে উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনে বামপন্থী রাজনীতির অংশগ্রহণের চরিত্র, বৈশিষ্ট্য ও পর্যালোচনা	১২৮
	◆	KEY POINTS ■ SPECIAL TIPS	১৩০
	◆	MIND MAP	১৩১
	◆	প্রশ্ন ও উত্তর ■ বিশেষ আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রশ্ন	১৩২-১৪৪
সপ্তম অধ্যায়	বিশ শতকের ভারতে নারী, ছাত্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আন্দোলন : বৈশিষ্ট্য ও বিশ্লেষণ		১৪৭—১৭৫
	৭.১.	বিশ শতকের ভারতে নারী আন্দোলনের চরিত্র, বৈশিষ্ট্য ও বিশ্লেষণ	১৪৭
	৭.২.	বিশ শতকের ভারতে ছাত্র আন্দোলনের চরিত্র, বৈশিষ্ট্য ও বিশ্লেষণ	১৪৮
	৭.৩.	বিশ শতকের ভারতে দলিত রাজনীতি ও আন্দোলনের বিকাশ	১৫০
	◆	KEY POINTS ■ SPECIAL TIPS	১৫১
	◆	MIND MAP	১৫২
	◆	প্রশ্ন ও উত্তর ■ বিশেষ আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রশ্ন	১৫৩-১৭৩
অষ্টম অধ্যায়	উত্তর-ঔপনিবেশিক ভারত: বিশ শতকের দ্বিতীয় পর্ব (১৯৪৭-১৯৬৪ খ্রি.)		১৭৬—১৯২
	৮.১.	দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভুক্তির উদ্যোগ ও বিতর্ক	১৭৬
	৮.২.	১৯৪৭-পরবর্তী উদ্‌বাস্তু সমস্যাসমাধানের উদ্যোগ ও বিতর্ক	১৭৭
	৮.৩.	ভাষার ভিত্তিতে ভারতে রাজ্য পুনর্গঠনের উদ্যোগ ও বিতর্ক	১৭৭
	◆	KEY POINTS ■ SPECIAL TIPS ■ MIND MAP	১৭৯
	◆	প্রশ্ন ও উত্তর ■ বিশেষ আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রশ্ন	১৮০-১৯০
নবম অধ্যায়	◎	মানচিত্র	১৯৩—১৯৬

✦ এই বইয়ের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং অভিনব বিষয়টি হল, এই বইয়ের সাথে ছাত্রছাত্রীরা তাদের সর্বক্ষণের ছায়াসঙ্গী হিসাবে পেয়ে যাবে একজন **Digital Private Tutor**। এই বইয়ের সাথে যে স্মার্ট কার্ডটি ছাত্রছাত্রীরা পাবে, সেই কার্ডে থাকা কোড-এর মাধ্যমে **Learning App**-এর এই সাবজেক্টের ভিডিয়ো ক্লাসগুলি তারা দেখার সুযোগ পাবে। যেখানে প্রতিটি অধ্যায়ের প্রত্যেকটি টপিক, গ্রাফিক্স-অ্যানিমেশনের মাধ্যমে গল্পের ছলে সিনেমার মতো করে বুঝিয়েছেন আমাদের অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকারা। অর্থাৎ এই বইয়ের সাথে ছাত্রছাত্রীদের কাছে ২৪ ঘণ্টা উপস্থিত থাকছেন একজন **Digital Private Tutor**।

✦ এই বইয়ের একটি অন্যতম আকর্ষণ হল অধ্যায়ভিত্তিক **Mock Test** দেওয়ার সুযোগ। প্রত্যেকটি অধ্যায়ের শেষে ওই অধ্যায়ের উপর ছাত্রছাত্রীরা একটি প্রশ্নপত্র পাবে। প্রত্যেকটি অধ্যায়ের প্রশ্নপত্রের উপর পরীক্ষা দিয়ে সেই উত্তরপত্রের ছবি তুলে **Learning App**-এ আপলোড করে দিলেই ওই প্রশ্নপত্রের **Model Answer** ছাত্রছাত্রীরা ডাউনলোড করে নিতে পারবে। আরও জানতে **Call** করো এই নম্বরে— **9903985050**

প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য অধ্যায়ভিত্তিক ছোটো ছোটো ভিডিয়ো ক্লাসের আকারে বইয়ের বিষয়গুলি সুন্দর করে বোঝানো হয়েছে এই **Learning App**-এ। ঝকঝকে গ্রাফিক্স, দুর্দান্ত অ্যানিমেশন, সঙ্গে অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভরসা। সম্পূর্ণ গল্পের ছলে সিনেমার মতো করে প্রাঞ্জল ভাষায় ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে ভাষা থেকে বিজ্ঞান, অঙ্ক থেকে ইতিহাস, ভূগোল সমস্ত বিষয়ের সিলেবাসভিত্তিক জ্ঞান। পশ্চিমবঙ্গ বোর্ডের বাংলা মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের কাছে তাই এই **Learning App** হল অনলাইন শিক্ষার সর্বাঙ্গীণ অ্যাপ। সপ্তম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষায় ভালো নম্বর ও সর্বাঙ্গীণ উন্নতিই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।

LIST OF VIDEOS IN LEARNING APP

CHAPTER	Sl. No.	Topics	Duration
ইতিহাসের ধারণা	১	সামাজিক ইতিহাস	03:52 Mins
	২	খেলার ইতিহাস	10:05 Mins
	৩	খাদ্যাভ্যাসের ইতিহাস	05:35 Mins
	৪	পোশাক-পরিচ্ছদের ইতিহাস	03:46 Mins
	৫	শিল্পচর্চার ইতিহাস	09:52 Mins
	৬	যানবাহনের ইতিহাস	04:38 Mins
	৭	দৃশ্যশিল্পের ইতিহাস	04:06 Mins
	৮	স্থাপত্যের ইতিহাস	03:43 Mins
	৯	স্থানীয় ইতিহাস	03:39 Mins
	১০	শহরের ইতিহাস	04:52 Mins
	১১	সামরিক ইতিহাস	07:57 Mins
	১২	পরিবেশের ইতিহাস	05:39 Mins
	১৩	বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও চিকিৎসার ইতিহাস	04:20 Mins
	১৪	নারী ইতিহাস	05:31 Mins
	১৫	সরকারি নথিপত্র	06:16 Mins
	১৬	আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা	03:40 Mins
	১৭	জীবনস্মৃতি	03:26 Mins
	১৮	জীবনের ঝরাপাতা	03:58 Mins
	১৯	চিঠিপত্র	03:50 Mins
	২০	সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র	07:46 Mins
	২১	আধুনিক ভারতের ইতিহাস চর্চায় ফোটোগ্রাফির ব্যবহার	02:47 Mins
	২২	ইতিহাস তথ্য সংগ্রহে ইন্টারনেটের ব্যবহার, সুবিধা ও অসুবিধা	04:39 Mins

LIST OF VIDEOS IN LEARNING APP

CHAPTER	Sl. No.	Topics	Duration
সংস্কার: বৈশিষ্ট্য ও পর্যালোচনা	১	উনিশ শতকের বাংলা সাময়িক পত্রপত্রিকা	03:19 Mins
	২	সাময়িকপত্র বামাবোধিনী পত্রিকা	02:08 Mins
	৩	হিন্দু প্যাট্রিয়ট	04:01 Mins
	৪	হুতোম প্যাঁচার নকশা	02:39 Mins
	৫	নীলদর্পণ	04:21 Mins
	৬	সংবাদপত্র— গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা	03:55 Mins
	৭	উনিশ শতকের বাংলা শিক্ষা ও সংস্কার—প্রথাগত শিক্ষা	02:36 Mins
	৮	প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা বিষয়ক দ্বন্দ্ব	05:33 Mins
	৯	লর্ড মেকলের প্রস্তাব	03:22 Mins
	১০	ইংরেজি শিক্ষার প্রসার	05:35 Mins
	১১	উডের ডেসপ্যাচ	02:30 Mins
	১২	নারীশিক্ষা ও বিদ্যাসাগর	04:01 Mins
	১৩	রামমোহন রায়	03:11 Mins
	১৪	রাধাকান্ত দেব	02:51 Mins
	১৫	ডেভিড হেয়ার	02:32 Mins
	১৬	জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার	02:03 Mins
	১৭	কলকাতা মেডিকেল কলেজ	02:40 Mins
	১৮	মধুসূদন গুপ্ত	03:10 Mins
	১৯	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	02:27 Mins
	২০	উনিশ শতকে বাংলার সমাজসংস্কার	02:26 Mins
	২১	ব্রাহ্মসমাজে রামমোহন রায়ের ভূমিকা	01:43 Mins
	২২	ব্রাহ্মসমাজে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা	02:47 Mins
	২৩	ব্রাহ্মসমাজে কেশবচন্দ্র সেনের ভূমিকা	02:36 Mins
	২৪	উনিশ শতকে বাংলার সমাজসংস্কারে ব্রাহ্মসমাজের সার্বিক অবদান	01:55 Mins
	২৫	সতীদাহ প্রথা-বিরোধী আন্দোলন	02:58 Mins
	২৬	নব্যবঙ্গ গোষ্ঠী ও ডিরোজিও	03:41 Mins
	২৭	হাজি মোহম্মদ মহসিন	01:23 Mins
	২৮	বিধবাবিবাহ আন্দোলন	02:30 Mins
	২৯	ধর্মসংস্কারে ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা	02:17 Mins
	৩০	ব্রাহ্ম আন্দোলন—আত্মীয়সভার ভূমিকা	01:28 Mins
	৩১	ব্রাহ্মসমাজ	01:32 Mins
	৩২	দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	01:38 Mins
	৩৩	ব্রাহ্মসমাজের ভাঙন	01:53 Mins
	৩৪	কেশবচন্দ্র সেন ও ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজ	01:54 Mins
	৩৫	লালন ফকির	03:17 Mins
	৩৬	ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব	01:52 Mins

LIST OF VIDEOS IN LEARNING APP

CHAPTER	Sl. No.	Topics	Duration
	৩৭	স্বামী বিবেকানন্দ	03:04 Mins
	৩৮	বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী	02:00 Mins
	৩৯	বাংলার নবজাগরণের চরিত্র ও প্রকৃতি	06:36 Mins
প্রতিরোধ ও বিদ্রোহ: বৈশিষ্ট্য ও বিশ্লেষণ	১	ঔপনিবেশিক অরণ্য আইন	04:35 Mins
	২	চুয়াড় বিদ্রোহ	05:02 Mins
	৩	রংপুর বিদ্রোহ	04:17 Mins
	৪	কোল বিদ্রোহ	05:19 Mins
	৫	ভিল বিদ্রোহ	04:28 Mins
	৬	সাঁওতাল বিদ্রোহ	11:56 Mins
	৭	মুন্ডা বিদ্রোহ	08:56 Mins
	৮	সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ	08:51 Mins
	৯	ওয়াহাবি আন্দোলন	02:23 Mins
	১০	সৈয়দ আহমেদ	02:47 Mins
	১১	তিতুমির	09:49 Mins
	১২	পাগলাপন্থীদের বিদ্রোহ	04:12 Mins
	১৩	বাংলার ফরাজি বিদ্রোহ, শরিয়াতুল্লাহ, তারিকা-ই-মোহম্মদিয়া	07:32 Mins
	১৪	নীল বিদ্রোহ	12:57 Mins
	১৫	পাবনা বিদ্রোহ	04:43 Mins
সংঘবদ্ধতার গোড়ার কথা: বৈশিষ্ট্য ও বিশ্লেষণ	১	মহাবিদ্রোহের প্রকৃতি ও চরিত্র	09:56 Mins
	২	মহাবিদ্রোহের প্রতি শিক্ষিত বাঙালি সমাজের মনোভাব	02:28 Mins
	৩	মহারানির ঘোষণাপত্র	04:29 Mins
	৪	সভাসমিতির যুগ ও বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা	03:32 Mins
	৫	জমিদার সভা	02:18 Mins
	৬	ভারতসভা	09:41 Mins
	৭	চৈত্র বা হিন্দুমেলা	04:06 Mins
	৮	লেখায় ও রেখায় জাতীয়তাবোধের বিকাশ	01:58 Mins
	৯	আনন্দমঠ	04:22 Mins
	১০	বর্তমান ভারত	04:47 Mins
	১১	গোরা	04:38 Mins
	১২	ভারতমাতা ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	03:16 Mins
	১৩	গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর ব্যঙ্গচিত্র	02:47 Mins

LIST OF VIDEOS IN LEARNING APP

CHAPTER	Sl. No.	Topics	Duration
বিকল্প চিন্তা ও উদ্যোগ: বৈশিষ্ট্য ও পর্যালোচনা	১	বাংলায় ছাপাখানার বিস্তার	06:37 Mins
	২	ছাপা বইয়ের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক	03:25 Mins
	৩	ছাপাখানার বাণিজ্যিক বিস্তার	03:25 Mins
	৪	বাংলায় বিজ্ঞান বিস্তার ও বোটানিক্যাল গার্ডেন	02:00 Mins
	৫	সার্ভে অফ ইন্ডিয়া	03:59 Mins
	৬	এশিয়াটিক সোসাইটি	01:26 Mins
	৭	শ্রীরামপুর মিশন	01:41 Mins
	৮	স্কুল বুক সোসাইটি	01:41 Mins
	৯	রামমোহন রায় ও হিন্দু কলেজ	01:38 Mins
	১০	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, জগদীশচন্দ্র বসু এবং বসুবিজ্ঞান মন্দির	03:04 Mins
	১১	চিকিৎসা বিজ্ঞান	01:54 Mins
	১২	বাংলায় কারিগরি শিক্ষার বিস্তার	02:41 Mins
	১৩	ঔপনিবেশিক শিক্ষার সমালোচনা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন ভাবনা ও বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা	08:59 Mins
বিশ শতকের ভারতে কৃষক, শ্রমিক ও বামপন্থী আন্দোলন: বৈশিষ্ট্য ও পর্যালোচনা	১	বিশ শতকের ভারতে কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেস ও বামপন্থী রাজনীতির সংযোগ	04:00 Mins
	২	স্বদেশি আন্দোলন	03:17 Mins
	৩	কৃষক আন্দোলন ও গান্ধি পর্ব	04:47 Mins
	৪	অসহযোগ আন্দোলন ও উত্তর ভারত	09:54 Mins
	৫	অসহযোগ আন্দোলন ও দক্ষিণ ভারত	04:57 Mins
	৬	অসহযোগ আন্দোলন-এর পরবর্তী পর্ব (১৯২২-'২৮)	03:55 Mins
	৭	বারদৌলি সত্যাগ্রহ	03:42 Mins
	৮	আইন অমান্য আন্দোলন	03:32 Mins
	৯	সারা ভারত কিষান কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা	04:22 Mins
	১০	কংগ্রেস মন্ত্রিসভা	02:35 Mins
	১১	"ভারত ছাড়ো' আন্দোলন	05:48 Mins
	১২	ভারতে বামপন্থী রাজনীতি ও শ্রমিকশ্রেণির উদ্ভব	06:32 Mins
	১৩	স্বদেশি আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণির ভূমিকা	03:59 Mins
	১৪	প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর শ্রমিক আন্দোলনের গতিবেগ	03:50 Mins
	১৫	শ্রমিক আন্দোলন ও জাতীয় কংগ্রেস	03:27 Mins
	১৬	নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস	03:12 Mins
	১৭	অসহযোগ আন্দোলন ও শ্রমিকশ্রেণি	02:41 Mins
	১৮	শ্রমিক সংগঠনে বামপন্থী প্রভাব	05:39 Mins
	১৯	সাইমন কমিশন বিরোধী অভিযান	01:59 Mins
	২০	ওয়ার্কার্স এন্ড পেজেন্টস পার্টি	02:57 Mins
	২১	আইন অমান্য আন্দোলন ও শ্রমিকশ্রেণির ভূমিকা	02:43 Mins

LIST OF VIDEOS IN LEARNING APP

CHAPTER	Sl. No.	Topics	Duration
	২২	কংগ্রেস মন্ত্রিসভা ও শ্রমিক আন্দোলন	02:49 Mins
	২৩	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতে শ্রমিক আন্দোলন	03:26 Mins
	২৪	ভারত ছাড়ো আন্দোলন ও শ্রমিকশ্রেণির ভূমিকা	02:05 Mins
	২৫	জাতীয় আন্দোলনের শেষ অধ্যায়ে শ্রমিকশ্রেণি	02:40 Mins
	২৬	শ্রমিক আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য	03:10 Mins
	২৭	ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি	08:59 Mins
	২৮	ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে ওয়ার্কার্স এন্ড পেজেন্টস পার্টি	02:46 Mins
	২৯	কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক দল	04:17 Mins
	৩০	ত্রিপুরারি কংগ্রেস	02:22 Mins
	৩১	মানবেন্দ্রনাথ রায়	03:13 Mins
বিশ শতকের ভারতে নারী ছাত্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আন্দোলন: বৈশিষ্ট্য ও বিশ্লেষণ	১	নারী আন্দোলনের চরিত্র	04:40 Mins
	২	বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে নারীর ভূমিকা	05:47 Mins
	৩	অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে নারীর ভূমিকা	04:07 Mins
	৪	আইন অমান্য আন্দোলনে নারীর ভূমিকা	04:02 Mins
	৫	ভারত ছাড়ো আন্দোলনে নারীর ভূমিকা	03:44 Mins
	৬	সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে নারীর ভূমিকা— দীপালি সংঘ	04:02 Mins
	৭	প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার	02:59 Mins
	৮	কল্পনা দত্ত	02:39 Mins
	৯	আজাদ হিন্দ ফৌজের নারীবাহিনী	03:20 Mins
	১০	বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে ছাত্রদের ভূমিকা	05:05 Mins
	১১	অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি	03:20 Mins
	১২	অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে ছাত্রদের ভূমিকা	03:04 Mins
	১৩	আইন অমান্য আন্দোলনে ছাত্রদের ভূমিকা	03:32 Mins
	১৪	ভারত ছাড়ো আন্দোলনে ছাত্রদের ভূমিকা	05:12 Mins
	১৫	সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে ছাত্রদের ভূমিকা	04:08 Mins
	১৬	বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স	04:09 Mins
	১৭	মাস্টারদা সূর্য সেন	03:46 Mins
	১৮	বীণা দাস	02:17 Mins
	১৯	ভগৎ সিং	02:07 Mins
	২০	রশিদ আলি দিবস	02:46 Mins
	২১	বিংশ শতকে ভারতের দলিত রাজনীতি, দলিত কথার অর্থ কী?	04:42 Mins
	২২	গান্ধি-আম্বেদকর বিতর্ক	05:12 Mins
	২৩	বাংলায় নমঃশুদ্র আন্দোলন	02:55 Mins

LIST OF VIDEOS IN LEARNING APP

CHAPTER	Sl. No.	Topics	Duration
উত্তর-ঔপনিবেশিক ভারত: বিশ শতকের দ্বিতীয় পর্ব (১৯৪৭-১৯৬৪ খ্রি.)	১	উত্তর-ঔপনিবেশিক ভারত: বিশ শতকের দ্বিতীয় পর্ব	05:12 Mins
	২	দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভুক্তির উদ্যোগ ও বিতর্ক	06:25 Mins
	৩	কাশ্মীর সমস্যা	04:54 Mins
	৪	জুনাগড় সমস্যা	02:22 Mins
	৫	হায়দরাবাদ সমস্যা (অন্তর্ভুক্তি)	03:37 Mins
	৬	উদ্‌বাস্তু সমস্যা	09:18 Mins
	৭	উদ্‌বাস্তু সমস্যার সমাধান ও বিতর্ক	03:59 Mins
	৮	দেশভাগ সম্পর্কিত আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা	05:04 Mins
	৯	ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যের পুনর্গঠন ও দার কমিশন	02:41 Mins
	১০	কংগ্রেস কমিশন	03:21 Mins
	১১	অন্ধ্রপ্রদেশ	03:22 Mins
	১২	রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন	03:42 Mins
	১৩	বোম্বাই	03:45 Mins
	১৪	পঞ্জাব	04:04 Mins
	১৫	অন্যান্য রাজ্য ভাগ	03:14 Mins
	১৬	সংবিধান স্বীকৃত ভাষাসমূহ	07:57 Mins
মানচিত্র	◎	মানচিত্র	16:16 Mins

অধ্যায়ভিত্তিক ভিডিও সহায়িকা

কী আছে এই ভিডিও সহায়িকায়? আছে প্রত্যেকটি অধ্যায়ভিত্তিক প্রশ্নোত্তরের আলোচনা। পরীক্ষায় প্রত্যেকটি অধ্যায় থেকে যা যা প্রশ্ন আসতে পারে সেই সমস্ত ধরনের প্রশ্ন ও উত্তর আলোচনা করা হয়েছে এই ভিডিও সহায়িকায়। শুধু তাই না, ছাত্রছাত্রীদের যাতে না বুঝে মুখস্থ করতে না হয়, তাই সঙ্গে থাকছে প্রত্যেকটি প্রশ্নোত্তরের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যাখ্যা। এইসব অধ্যায়ভিত্তিক প্রশ্নোত্তর ছাত্রছাত্রীরা পেয়ে যাবে আমাদের অ্যাপের ভিডিও সহায়িকা বিভাগে। আমাদের অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর দাবি পরীক্ষায় এর বাইরে কোনো প্রশ্ন আসতে পারে না। স্মার্ট বুকের মধ্যে থাকা কোডের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ছাত্রছাত্রীরা আমাদের অ্যাপের এই ভিডিও সহায়িকা ব্যবহার করতে পারবে।

ভিডিও সহায়িকা পাওয়া যাবে অ্যাপের হোম পেজেই

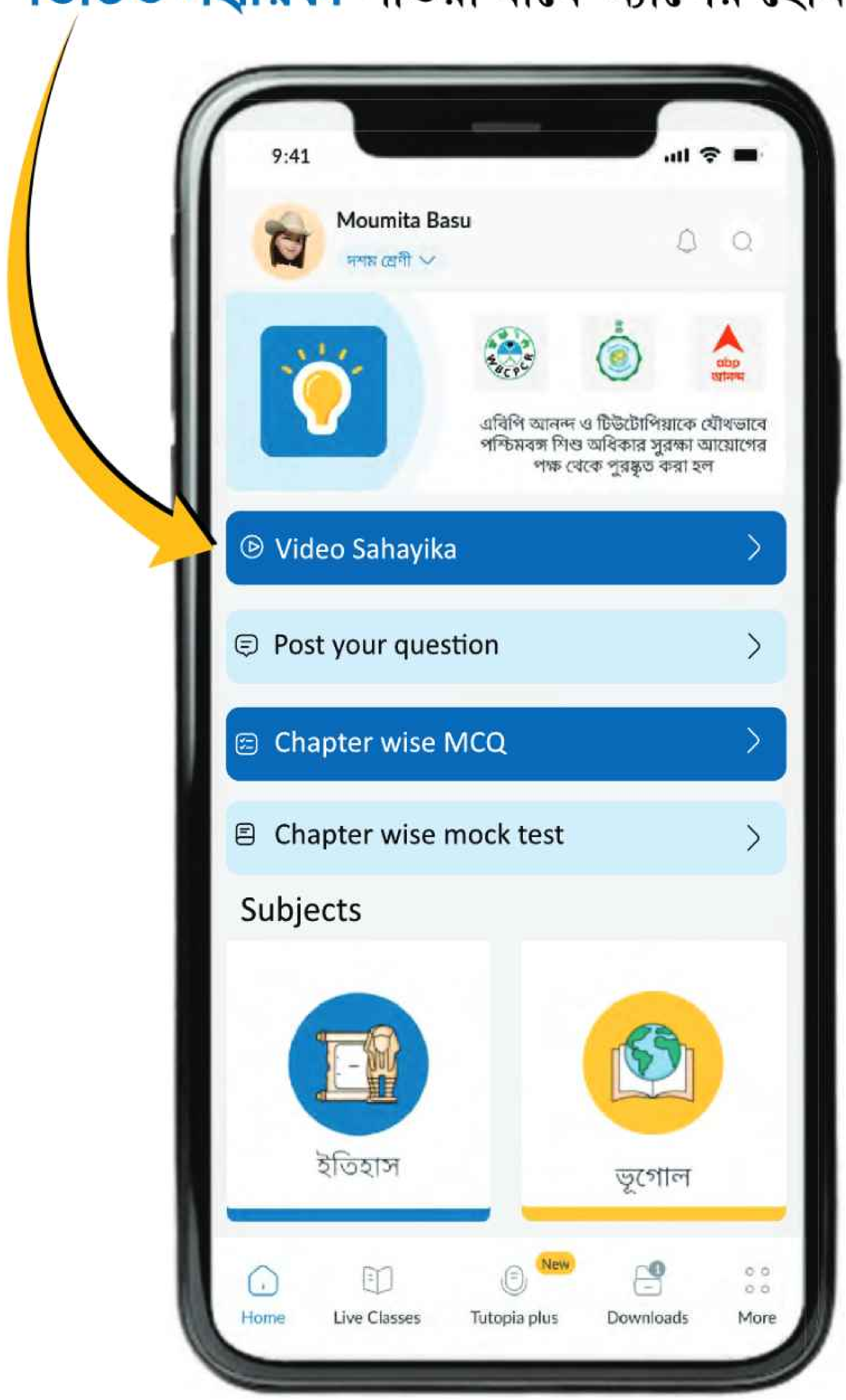

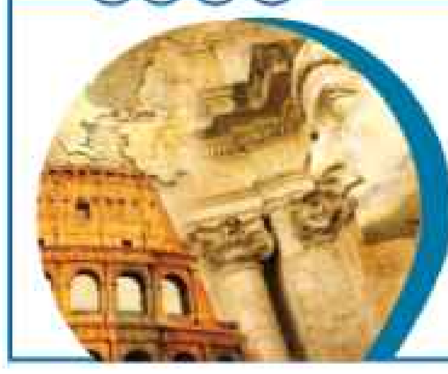

প্রথম অধ্যায়

ইতিহাসের ধারণা

অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত ধারণা

১.১. আধুনিক ইতিহাসচর্চার বৈচিত্র্য

ইতিহাস হল মানবসভ্যতার সূচনাকাল থেকে তার ক্রমবিকাশ ও ক্রমবিবর্তনের ধারার বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ। প্রবহমান এই ঘটনাবলির বিশ্লেষণ করলে উপলব্ধি করা যায় যে অতীতে কীভাবে সমাজ, রাষ্ট্র এবং সভ্যতা গড়ে উঠেছিল এবং বিবর্তিত হয়েছিল। ভলতেয়ার তাই বলেছেন, সর্বজনীন এবং বিশ্বজনীন ইতিহাসের কথা। র‍্যাঙ্কে, ফার্নান্ড ব্রদেল, মেটল্যান্ড, মার্ক ব্লখ প্রমুখ ইতিহাসকে বিজ্ঞানের এক উদারনৈতিক শাখারূপে তুলে ধরেছেন। বিউরী ইতিহাসকে বিজ্ঞানের সমতুল্য বলেছেন। নীচুতলার সাধারণ মানুষের ইতিহাসও এখন ইতিহাসচর্চার বিষয়। সেইজন্য রাজতন্ত্র, সামরিক ব্যবস্থা, পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, বিনোদন, খেলাধুলা, বিজ্ঞান, শিল্প-স্থাপত্য ইত্যাদি সবকিছুই ইতিহাসচর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। ফলে ইতিহাস হয়ে উঠেছে সার্বিক। এককথায় সাধারণের ইতিহাস।

- **নতুন সামাজিক ইতিহাস :** সাধারণ মানুষের ইতিহাস হল নতুন সামাজিক ইতিহাসের বিষয়বস্তু। বৃহত্তর জনসমাজের সংগ্রামের ইতিহাস এতকাল গুরুত্ব পায়নি। মিশেল ফুকো তাঁর *ম্যাডনেস অ্যান্ড সিভিলাইজেশন* গ্রন্থে প্রথম নতুন সামাজিক ইতিহাস তথা সাধারণ মানুষের কথা তুলে ধরেছেন। বর্তমানে ইতিহাসচর্চার মূল কথা হল 'Study the History from Below' অর্থাৎ নীচুতলার ইতিহাসচর্চা থেকে শুরু করে উচ্চবর্গীয়দের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করা। ফলে বর্তমানে ইতিহাসচর্চা হয়ে উঠেছে বহুমাত্রিক। এই নতুন ধরনের ইতিহাসচর্চার উপাদানের উৎস হয়ে উঠেছে সমাজ।

  পশ্চিম ইউরোপে ১৯৬০-এর দশক থেকে নতুন সামাজিক ইতিহাসচর্চা শুরু হয়। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে মার্ক ব্লখ, লুসিয়েন ফেবর 'অ্যানালস অব ইকনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল হিস্ট্রি' নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাতে নতুন সামাজিক ইতিহাসচর্চা গুরুত্ব পেয়েছিল। ঐতিহাসিক হ্যারল্ড পার্কিন, এডওয়ার্ড টমসন, এরিখ হবসবম প্রমুখ নতুন সামাজিক ইতিহাসচর্চায় গুরুত্ব দেন। এই কারণে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে 'সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল ইন ইংল্যান্ড' গড়ে উঠেছিল। ১৯৭০-এর দশক থেকে নতুন সামাজিক ইতিহাসের স্বর্ণযুগের সূচনা হয়। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে ড. রণজিৎ গুহ, ড. জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে, ড. গৌতম ভদ্র, ড. পার্থ চ্যাটার্জি প্রমুখ ভারতের নীচুতলার মানুষদের নিয়ে 'সাবঅল্টার্ন' ইতিহাসচর্চা শুরু করেন।

- **খেলার ইতিহাস :** শারীরিক এবং মানসিক বিকাশের জন্য খেলাধুলার গুরুত্ব অপরিসীম। জাতির আত্মপরিচয়ে খেলাধুলোর যোগ অপরিসীম। খেলাধুলোকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত গণ আবেগ কখনও জাতীয়তাবাদকে উদবুদ্ধ করেছে, কখনও সাম্প্রদায়িকতাকে তুলে ধরেছে। কখনওবা সমাজ বিবর্তনের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করেছে। ঐতিহাসিক গ্রান্ট জার্ভিস তাঁর রচিত *Sports : Culture and Society, An Introduction* (১৯১৩) গ্রন্থে ইতিহাসচর্চায় খেলাধুলার গুরুত্বকে ব্যাখ্যা করেছেন। ১৯৭০-এর দশকে প্রথম খেলার ইতিহাসচর্চা শুরু হয় ইউরোপে। রিচার্ড হোল্ড, জে. এ. ম্যাঙ্গান, এরিখ হবসবম প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন খেলাধুলার মাধ্যমে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে সম্প্রীতি এবং পারস্পরিক ভাব-ভালোবাসার আদানপ্রদান ঘটে। 'ব্রিটিশ সোসাইটি অব স্পোর্টস হিস্ট্রি' (১৯৮২) খেলার ইতিহাসচর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন। এই সংগঠন 'International Journal of the History of Sports' প্রকাশ করে।

  ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে ভারতে ক্রিকেট, ফুটবল, হকি, পোলো ইত্যাদি খেলার সূচনা হয়। বাংলায় ফুটবল খেলার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাসে মোহনবাগান দল গঠন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে ২৯ জুলাই মোহনবাগান ক্লাব ইউরোপীয় সিভিল এবং মিলিটারি দলকে হারিয়ে আই-এফ-এ শিল্ড জয় করেছিল, যা জাতীয়তাবাদের প্রতীক। অলিম্পিকে ভারতীয় হকি দল ৮ বার গোল্ড মেডেল জিতেছিল। ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে কাবাডির পরিবর্তে ফিল্ড হকি জাতীয় খেলার মর্যাদা পায়। ভারতে খেলার ইতিহাস নিয়ে চর্চা করেছেন বোরিয়া মজুমদার, সৌমেন মিত্র, আশিষ নন্দী, রামচন্দ্র গুহ, কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়, রূপক সাহা, শৌভিক নাহার প্রমুখ।

- **খাদ্যাভ্যাসের ইতিহাস :** একটি গোষ্ঠী বা জাতির সামগ্রিক মূল্যায়ন করতে হলে তার খাদ্যাভ্যাসের

ইতিহাস না জানলে চলে না। খাদ্যাভ্যাস নিয়ে বিশ্বজুড়ে বৈচিত্র্যের শেষ নেই। আদিম যুগে মানুষ কাঁচা মাংস খেত। পরবর্তীকালে মানুষ খাদ্য উৎপাদন করতে শিখল। Kristan J. Gremillion তাঁর *Ancestral Appropriates : Food in pre-history* গ্রন্থে খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে মানবসভ্যতার বিবর্তনের বিষয়গুলিকে উল্লেখ করেছেন। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান এবং গ্রিক ও রোমান লেখকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে প্রাচীনকালে ধান, গম, যব, জোয়ার, বাজরার মতো খাদ্যশস্যের প্রচলন ছিল। ইউরোপীয় বণিকরা প্রাচ্যের দেশ থেকে মশলা সংগ্রহ করে তাদের খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন এনেছিল। জেফ্রে পিলচার সম্পাদিত *অক্সফোর্ড হ্যান্ড বুক অব হিস্ট্রি* গ্রন্থে খাদ্যাভ্যাসের ইতিহাসের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। সিডনি মিনজ-এর লেখা *সুইটনেস অ্যান্ড পাওয়ার দ্য প্লেস অফ সুগার ইন মডার্ন হিস্ট্রি* গ্রন্থে দেখানো হয়েছে যে কীভাবে মাত্র একটি খাদ্যপণ্য ইতিহাসের গতিকে প্রভাবিত করতে পারে। চিনি ছাড়াও আলু, টম্যাটো, তামাক প্রভৃতি পণ্যগুলি পশ্চিম গোলার্ধের উপনিবেশ থেকে ইউরোপে প্রচলিত হয় এবং ইউরোপীয় বণিকদের মাধ্যমে প্রাচ্যের দেশগুলিতে এর প্রচলিত হয়।

টি. কে. আচয় রচিত *ইন্ডিয়ান ফুড: অ্যা হিস্টোরিক্যাল কম্পেনিয়ান* গ্রন্থে ভারতীয় খাদ্যাভ্যাসের ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্যাট চ্যাপম্যানের *ইন্ডিয়া ফুড অ্যান্ড কুকিং*, জে. গ্রামিলিয়ন-এর *অ্যাপেটাইস : ফুডস ইন প্রি-হিস্ট্রি*, তপন রায়চৌধুরীর প্রবন্ধ 'মোগল আমলের খানাপিনা' উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন মঙ্গলকাব্যগুলিতে বাংলার খাদ্যাভ্যাসের বর্ণনা পাওয়া যায়।

- **শিল্পচর্চার ইতিহাস :** প্রাচীনকাল থেকেই ধর্মীয় এবং সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে বিনোদনের জন্য নৃত্য-গীত এবং নাটকের প্রচলন শুরু হয়। প্রাচীন গ্রিসের সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে জানা যায় জ্যাকব বুরখার্টের *দ্য অ্যাগোনাল এজ* গ্রন্থে। তাঁর লেখা অপর একটি গ্রন্থ *সিভিলাইজেশন অব দ্য রেনেশাঁ ইন ইটালি*-তে ইটালির নবজাগরণের সময়কার শিল্পকলা নিয়ে আলোচনা করেছেন। ভারতের শিল্পকলায় ধর্মের প্রভাব সম্পর্কিত একটি তথ্য সম্বলিত গ্রন্থ *মিথস অ্যান্ড সিম্বলস ইন ইন্ডিয়ান আর্ট অ্যান্ড সিভিলাইজেশন*— লেখক এইচ. জিম। সাম্প্রতিককালে তপতী গুহঠাকুরতার *দ্য মেকিং অব অ্যা নিউ ইন্ডিয়ান আর্ট : আর্টিস্ট, অ্যাসথেটিক অ্যান্ড ন্যাশনালিজম্* গ্রন্থটি বঙ্গীয় শিল্পকলা সম্পর্কিত একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।
- **সংগীত ও নৃত্য :** আদিম যুগে মানুষ নিজের মনে প্রাকৃতিক নানান ধ্বনির অনুকরণ করে গুনগুন করত। কখনও ধ্বনির তালে তালে হাত-পা চালনা করত। এভাবেই সংগীত এবং নৃত্যকলার জন্ম হয়। সংগীতের মধ্য দিয়ে কোনও বিশেষ সময়কালের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা যায়। সামবেদে সামগানের মধ্যে দিয়ে ভারতে সংগীত চর্চার সূচনা হয়েছিল বলে মনে করা হয়। নৃত্যকলাও সামাজিক বৈশিষ্ট্যের ধারক। সংগীতের অন্যতম ধারা 'টপ্পা'-ছিল পাঞ্জাবের উট চালকদের গান। টপ্পার প্রবর্তন করেছিলেন লখনউয়ের গোলাম নবি। 'ঠুংরি'র প্রবর্তক বড়ে গোলাম আলি। ইম্ফলে গোবিন্দজির মন্দিরে 'মণিপুরী নৃত্য' পরিবেশিত হত। দক্ষিণ ভারতের নৃত্যশৈলীর মধ্যে 'ভরতনাট্যম', 'কথাকলি', 'কুচিপুড়ি' এবং 'মোহিনীঅট্টম' বিখ্যাত। উত্তর ভারতের নৃত্যশৈলী 'কত্থক'ও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।
- **নাটক :** প্রাচীন ভারতবর্ষে নাটকের অস্তিত্ব ছিল। পাণিনির *অষ্টাধ্যায়ী*তে 'নট' বা অভিনেতা এবং শিলালিন ও কৃশাশ্ব নামে দুজন নাট্যকারের উল্লেখ আছে। ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে' রঙ্গমঞ্চের উল্লেখ আছে। বাংলার নাটকের ইতিহাস জানা যায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস*, আশুতোষ ভট্টাচার্যর *বাংলা নাটকের ইতিহাস* ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে। হেরাসিম লেবেদেফের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গলি থিয়েটারে প্রথম বাংলা নাটক 'কাল্পনিক সংবদল' মঞ্চস্থ হয়। বাংলায় নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে মধুসূদন দত্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, শিশির ভাদুড়ী, শম্ভু মিত্র উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।

  ভারতীয় গণনাট্যর সদস্য পৃথ্বীরাজ কাপুর, বিজন ভট্টাচার্য, ঋত্বিক ঘটক, উৎপল দত্ত, সলিল চৌধুরী প্রমুখ নাট্যচর্চাকে আরও জনপ্রিয় করে তোলেন।
- **চলচ্চিত্র :** তথ্যচিত্র, আর্ট ফিল্ম এবং কমার্শিয়াল ফিল্ম ইত্যাদিকে নিয়ে গড়ে উঠেছে চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাস। চলচ্চিত্র সম্পর্কিত পড়াশোনাকে 'ফিল্ম স্টাডিজ' বলা হয়। লুমিয়ের ব্রাদার্স চলচ্চিত্র

আবিষ্কার করেছিলেন। দাদাসাহেব ফালকেকে ভারতে চলচ্চিত্রের পথিকৃৎ বলা হয়। দাদাসাহেব ফালকের পরিচালনায় প্রথম ছবি 'রাজা হরিশচন্দ্র'। হীরালাল সেন প্রতিষ্ঠিত 'রয়্যাল বায়োস্কোপ কোম্পানি' প্রথম বাংলা সিনেমা 'বিল্বমঙ্গল' নির্মাণ করে। সত্যজিৎ রায় নির্মিত চলচ্চিত্রগুলি দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও প্রশংসিত হয়েছে। চলচ্চিত্রের ইতিহাসের বিশদ বিবরণ রয়েছে ও কোনারের *দি ইমেজ অ্যাজ আর্টিফ্যাক্ট দি হিস্টরিক্যাল অ্যানালিসিস অব ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন* গ্রন্থে। ঋত্বিক কুমার ঘটকের *চলচ্চিত্র*, সত্যজিৎ রায়ের *বিষয় চলচ্চিত্র* থেকে বাংলা তথা ভারতের চলচ্চিত্রের ইতিহাস জানা যায়। এক্ষেত্রে তপন সিংহের *চলচ্চিত্র আজীবন* ফারহানা মিলির *সিনেমা এলো কেমন করে*, সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের '*দেখার রকমফের: ঋত্বিক ও সত্যজিৎ*'। ফ্রান্সেসকো ক্যাসেটির *থিওরিস অব সিনেমা* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

- **পোশাক-পরিচ্ছদের ইতিহাস :** ১৮৬০-এর দশক থেকেই পোশাক-পরিচ্ছদের ইতিহাসচর্চা শুরু হয়েছে। পোশাকের ইতিহাসে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ছাপ স্পষ্ট। মানুষের আদি পোশাক ছিল মৃত পশুর চামড়া এবং গাছের ছাল। এরপরে আবিষ্কার হল বয়নবিদ্যা। এরপরে জলবায়ুর তারতম্য, রুচি অনুসারে নানা দেশের পোশাক-পরিচ্ছদে পরিবর্তন এল।

  মেসোপটেমিয়ায় সুতো কাটা, কাপড় বোনা এবং রং করার জন্য পৃথক তিনটি শ্রেণি ছিল। সিন্ধুসভ্যতার যুগে মানুষ পশম এবং সুতিবস্ত্র ব্যবহার করত। ফরাসি বিপ্লবের পর মেয়েরা লাল রঙের পোশাক পরতে শুরু করেছিল। ক্রমে পোশাক একটি জাতি বা একটি অঞ্চল বা পেশাগত ক্ষেত্রে পদমর্যাদার পরিচয়ের বাহক হয়ে উঠল।

- **পোশাকের ইতিহাস সম্বলিত কয়েকটি গ্রন্থ :** ভারতীয় পোশাক পরিচ্ছদ জাতির আত্ম পরিচয়ের ইতিহাস কীভাবে প্রকাশ করে তা পাওয়া যায় এম্মা টারলো-র *ক্লোদিং ম্যাটারস : ড্রেস অ্যান্ড আইডেনটিটি ইন ইন্ডিয়া* বইটিতে। পিটার ম্যাকলিনের চারখণ্ডে প্রকাশিত *ফ্যাশন ক্রিটিক্যাল অ্যান্ড প্রাইমারি সোর্সেস*, রবার্ট রসের *ক্লোদিং আ গ্লোবাল হিস্ট্রি* প্রভৃতি গ্রন্থে। ভারতীয় পোশাকের ইতিবৃত্ত জানা যায় দিলীপ মেনন সম্পাদিত *কালচারাল হিস্ট্রি অব মর্ডান ইন্ডিয়া* থেকে। বাংলার পোশাকের বিবর্তনের ইতিহাস জানা যায় মলয় রায়ের লেখা *বাঙালির বেশবাস, বিবর্তনের রূপরেখা* গ্রন্থ থেকে।

- **যানবাহন :** যোগাযোগ ব্যবস্থার ইতিহাস— আদিম যুগে মানুষ পশুর পিঠে জিনিসপত্র চাপিয়ে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যাতায়াত করত। নব্য প্রস্তর যুগে চাকার আবিষ্কার হয়। এরপর তৈরি হল পশুতে টানা গাড়ি। পশুর চামড়ার নৌকো বা গাছের গুঁড়িতে ভেসে জলপথে যাতায়াত করত মানুষ। আজকে আধুনিক পৃথিবীর যে যানবাহন তা অনেক পরীক্ষানিরীক্ষা, অনেক অভিজ্ঞতা এবং অনেক বিবর্তনের ফসল। জর্জ স্টিভেনসন ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে বাষ্পচালিত রেলইঞ্জিন আবিষ্কার করেন যা যোগাযোগ ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছিল। মজবুত এবং টেঁকসই করতে পাথরকুচি ও পিচ দিয়ে রাস্তা বানানোর কৌশল আবিষ্কার করেন ইংল্যান্ডের টেলফোর্ড ও ম্যাকডম। যানবাহনের ইতিহাসচর্চা জনপ্রিয় হয় ১৯৬০-১৯৭০-এর দশকে। এ বিষয়ের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ আর. এস. চৌরাসিয়ার *হিস্ট্রি অব মর্ডান ইন্ডিয়া ১৭০৭-২০০০*, আইয়ান কেরের *ইঞ্জিনস অব চেঞ্জ দ্য রেলরোডস দ্যাট মেড ইন্ডিয়া*, জন আর্মস্ট্রং-এর *ট্রান্সপোর্ট হিস্ট্রি* ইত্যাদি।

- **দৃশ্যশিল্পের ইতিহাস (ছবি আঁকা, ফোটোগ্রাফি) :** চিত্রকলা এবং ফোটোগ্রাফিকে একত্রে দৃশ্যশিল্প বলে। আদিম মানুষরা নিজেদের বাসস্থান যে গুহাগুলি তাতে লতাপাতা, ফুল , চাঁদ, সূর্যের ছবি, শিকারের ছবি আঁকত। পরবর্তীকালে প্রাচীনযুগের মিশর, ব্যাবিলন, গ্রিস প্রভৃতি স্থানের মন্দির, রাজসভা, সমাধিস্থলে চিত্রকলার প্রাচুর্য দেখা গিয়েছে। অতীতের এই চিত্রকলা সম্পর্কে চর্চা করে সেই সময়কার সংস্কৃতি, অর্থনীতি সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব-এর *মোগল যুগের চিত্রকলা* থেকে কিছু অর্থনৈতিক তথ্য আবিষ্কার করেছেন।

  বৌদ্ধ পণ্ডিত লামা তারনাথ সপ্তদশ শতাব্দীতে *বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস* গ্রন্থে পূর্ব ভারতের চিত্রকলার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। মুঘল আমলে দিল্লির দরবারি চিত্রকলায় পারস্যের প্রভাব লক্ষিত হয়। ওই সময় রাজস্থানে সম্পূর্ণ মৌলিক চিত্রশৈলী গড়ে উঠেছিল। 'কলকাতা স্কুল অব আর্টে'র অধ্যক্ষ ই. বি. হ্যাভেল এবং এ. কে. কুমারস্বামী আধুনিক ভারতের দৃশ্যশিল্পের বিকাশে আন্তরিক প্রচেষ্টার

সাক্ষর রেখেছেন। এ ছাড়া অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভগিনী নিবেদিতা, ওকাকুরা, প্রমুখ শিল্পবিকাশ ও তার ইতিহাস তুলে ধরতে যত্নবান হন। চিত্রকলার ইতিহাস জানা যায় বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের *চিত্রকথা*, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী*, এ. কে. কুমারস্বামীর *দ্য ট্রান্সফর্মেশন অব নেচার ইন আর্ট* প্রভৃতি গ্রন্থে।

১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে নিশেফোর নিয়েপচে ক্যামেরা আবিষ্কার করেন যা দৃশ্যশিল্পের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি ফোটোগ্রাফিক ক্লাব 'ক্যালোটাইপ সোসাইটি'। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে প্রতিষ্ঠিত হয় 'রয়েল ফোটোগ্রাফিক সোসাইটি'। এরপরে নানা আধুনিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয় এবং ফোটোগ্রাফির উন্নতি হতে থাকে। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় এবং ব্রিটিশদের উদ্যোগে 'দ্য ফোটোগ্রাফিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' তৈরি হয়, যার সদস্য ছিলেন প্রিয়নাথ সেন, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও কানাইলাল দে।

টুকরো কথা

- **আধুনিক ভারতের ইতিহাসচর্চায় ফোটোগ্রাফের ব্যবহার :** ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার 'মেসার্স বার্ন অ্যান্ড শেপার্ড' কোম্পানি আলোকচিত্রের বাণিজ্যিক ব্যবহার শুরু করে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দুর্ভিক্ষ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার মতো বিষাদব্যঞ্জক ঘটনা আলোকচিত্রের মাধ্যমে ধরে রাখা হয়। এ ছাড়া অনেক ঐতিহ্যময় অট্টালিকা, সেতুর নির্মাণকাজের ফোটোগ্রাফিও রয়েছে। রয়েছে স্বাধীনতা ও তার পূর্বে স্বদেশি আন্দোলনের ছবিও। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ফোটোগ্রাফি চর্চার ক্ষেত্রে এক বিশেষ পরিবর্তন এনেছিলেন। ফোটোগ্রাফও হতে পারে ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তবে এগুলি নিরপেক্ষতার সঙ্গে সাবধানে ব্যবহার করতে হবে। নতুবা ইতিহাস বিকৃতির সম্ভাবনা থেকে যায়।

- **স্থাপত্যের ইতিহাস :** ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে স্থাপত্যের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। স্থাপত্যের ইতিহাসচর্চার মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক সমন্বয়, ধর্ম, সমাজ, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থান, রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অনেক কথা জানা যায়। মধ্যযুগের স্থাপত্যগুলিতে ওই সময়ে ওই অঞ্চলের শাসকের প্রভাব লক্ষ করা যায়। মধ্যযুগের শুরুতে ভারতে প্রচুর মন্দির, স্থাপত্যের নিদর্শন রয়েছে। ভারতে মুসলিম শাসকের আগমনের পরে স্থাপত্যরীতিতে ইন্দো-পারসিক বা ইন্দো-ইসলামি শিল্পশৈলীর প্রভাব দেখা যায়।

- **কিছু বিস্ময়কর স্থাপত্যশৈলী:** জিগুরাত, মিশরের পিরামিড, গ্রিসের 'পার্থেনন', রোমের 'কলোসিয়াম' ইত্যাদি পৃথিবীর বিখ্যাত কিছু স্থাপত্যশৈলী। বাংলার মন্দিরগুলির শিল্পকলা ও গঠনরীতি সম্পর্কে জানা যায় রতনলাল চক্রবর্তী, অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাপদ সাঁতরার গ্রন্থ থেকে। বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলি 'রুফিং স্টাইলে' নির্মিত। দক্ষিণেশ্বরের মন্দির 'ভঞ্জ স্টাইলে' এবং প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের মন্দির 'বাংলো স্টাইলে' নির্মিত। ব্রিটিশ আমলে নির্মিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, হেস্টিংস হাউস, এশিয়াটিক সোসাইটি, টাউন হল, অক্টারলোনি মনুমেন্ট, দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির, হাইকোর্ট, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল প্রভৃতি হল বাংলার উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য নিদর্শন।

  বিখ্যাত ইতিহাসবিদ এ এল ব্যাশাম ভারতের শিল্প, স্থাপত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে *আ কালচারাল হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া* গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ ছাড়া টমাস মেটকাফের *অ্যান ইমপিরিয়াল ভিসন ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার অ্যান্ড ব্রিটেনস রাজ*, তপতী গুহ ঠাকুরতার *দ্য মেকিং অব আ নিউ ইন্ডিয়ান আর্ট*, পার্সি ব্রাউনের *ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার* গ্রন্থগুলি উল্লেখের দাবি রাখে।

- **স্থানীয় ইতিহাস :** বলা হয় যে স্থানীয় ইতিহাসের ওপরে ভিত্তি করেই জাতীয় ইতিহাস গড়ে ওঠে। স্থানীয় ইতিহাসে স্বল্প আয়তনের কোনও অঞ্চলের উৎস ও বিকাশের কথা জানা যায়। আমেরিকার ওয়েস্ট সাইড কনফারেন্সে স্থানীয় ইতিহাসকে বলা হয়েছে 'কমিউনিটি এমপাওয়ারমেন্ট থ্রু নেবারহুড হিস্ট্রি'।

  আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল জি. এস. সরদেশাইয়ের *নিউ হিস্ট্রি অব দ্য মারাঠাস*, স্যার যদুনাথ সরকারের *আ হিস্ট্রি অব জয়পুর*, শিবনাথ শাস্ত্রীর *হিস্ট্রি অব ব্রাহ্ম সমাজ*,

কালীকিঙ্কর দত্তের *আলিবর্দি অ্যান্ড হিজ টাইমস*, সতীশচন্দ্র মিত্রের *যশোর-খুলনার ইতিহাস*, কুমুদনাথ মল্লিকের *নদীয়া কাহিনী* ইত্যাদি।

- **শহরের ইতিহাস :** শহরের ইতিহাস নিয়ে প্রাচীনকাল থেকেই গবেষণা হয়েছে। কিন্তু ১৯৬০-এর দশকে শহরের ইতিহাসচর্চা-পদ্ধতিগত পরিবর্তন চোখে পড়ে। শহরের ইতিহাস নির্মাণে সেই শহরের ভৌগোলিক অবস্থান, সামাজিক কাঠামো, অর্থনৈতিক অবস্থা, স্থাপত্যের ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়গুলি থেকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। মাইকেল ওয়েবার রচিত *সোশ্যাল চ্যাঞ্জেস ইন অ্যান ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউন* নতুন ঘরানার শহরের ইতিহাসের দৃষ্টান্ত। এই প্রসঙ্গে লুই মামফোর্ডের *সিটিস ইন হিস্ট্রি* গ্রন্থটির নাম উল্লেখযোগ্য। রাজনীতিতে শহরের প্রভাব এবং গুরুত্ব নিয়ে চার্লস টিলি এবং ডব্লিউ. ব্লকম্যান সম্পাদিত *সিটিস অ্যান্ড রাইস অব স্টেটস ইন ইউরোপ* গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য। উনিশ শতকের বিখ্যাত দুটি শহর ছিল লন্ডন এবং মুম্বাই। শিল্পবিপ্লবের সময় ইংল্যান্ডে দুটি শিল্পশহর ছিল, লিডস এবং ম্যাঞ্চেস্টার। উনিশ শতকে ভারতের বিখ্যাত শহরগুলি হল মুম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজ, লখনউ, সুরাট, লাহোর ইত্যাদি।

  বিভিন্ন শহরের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেছেন : মুম্বাই— জিম গর্ডন, ক্রিস্টিন ডবিন, কলকাতা— সৌমেন্দ্রনাথ মুখার্জি, পূর্ণেন্দু পত্রী, শ্রীপান্থ , দিল্লি— নারায়ণী গুপ্ত প্রমুখ। এছাড়া লক্ষ্মী সুব্রামনিয়াম, অনিরুদ্ধ রায়, আবদুল মোমিন চৌধুরী প্রমুখ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন।

- **সামরিক ইতিহাস :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সামরিক ইতিহাসচর্চা গুরুত্ব পায়। যুদ্ধের কার্যকারণ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ, অস্ত্রসজ্জা ও সৈন্য সমাবেশ, যুদ্ধকৌশল ও যুদ্ধপ্রযুক্তি প্রভৃতির বিবর্তনের কথা থাকে সামরিক ইতিহাসে। অধ্যাপক রিচার্ড জে. ইভান্স ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে সামরিক ইতিহাসের ওপরে ভিত্তি করে *ইন ডিফেন্স অব হিস্ট্রি* গ্রন্থটি লেখেন। যেখানে তিনি দেখিয়েছেন যে সামরিক ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের যোগ্য বিষয় এবং মূল্যবান। মার্ক ফেরো *দ্য গ্রেট ওয়ার, ১৯১৪-১৮* গ্রন্থে যুদ্ধ আর রাজনীতির পারস্পরিক সম্পর্ক দেখিয়েছেন।

  যুদ্ধের কারণ নানা ধরনের। সকলের ওপরে প্রভুত্ব করার জন্য জুলিয়াস সিজার যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। নাদির শাহ লুঠপাট করার জন্য যুদ্ধ করেছিল। এমনকি ধর্মরক্ষার জন্যও ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ হয়েছিল। উপনিবেশ এবং সাম্রাজ্যবাদের সম্প্রসারণের জন্য ভারত ও আফ্রিকায় অগণিত যুদ্ধ হয়েছিল।

  পূর্বে যুদ্ধের ইতিহাসে রাষ্ট্রশক্তি এবং সেনাবাহিনী গুরুত্ব পেত কিন্তু যুদ্ধের সর্বগ্রাসী প্রভাবে সাধারণ মানুষের পরিণতি বর্তমানে সামরিক ইতিহাসচর্চায় গুরুত্ব পাচ্ছে।

  সামরিক ইতিহাসের ওপরে রচিত একটি তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ ড্যানিয়েল মার্স্টন ও চন্দর সিং সুন্দরম সম্পাদিত *আ মিলিটারি হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া অ্যান্ড সাউথ ইন্ডিয়া ফ্রম দ্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি টু দ্য নিউক্লিয়ার ওয়ার* (২০০৮)। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য, অবদান রেখেছেন বার্নেট, কোরেশি, শেলফোর্ড বিডওয়েল, জন টেরাইন, যদুনাথ সরকার, সুরেন্দ্রনাথ সেন, রবার্ট আর্ম প্রমুখ।

- **পরিবেশের ইতিহাস :** ১৯৪০-এর দশক থেকে পরিবেশের ইতিহাসচর্চা শুরু হয়েছিল। তবে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে এই চর্চা স্বীকৃতি পায়। শিল্পবিপ্লব, শহরায়ন, সভ্যতার সম্প্রসারণ, নানা দূষণের ফলে পরিবেশ সংকটে পড়েছে। মানুষের জীবনযাপনের জন্য পরিবেশের সুসংহত ভারসাম্য রক্ষা করা প্রয়োজন। পরিবেশ রক্ষার তাগিদে গড়ে ওঠা আন্দোলন যেমন— আপ্পিকো আন্দোলন, চিপকো আন্দোলন, নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন হয়ে উঠেছে ইতিহাসের বিষয়বস্তু। রেচেল কার্সন ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে *দ্য সি অ্যারাউন্ড আস* এবং ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে *সাইলেন্ট স্প্রিং* নামক দুটি গ্রন্থের মাধ্যমে নতুন পরিবেশ সংক্রান্ত চেতনা গড়ে তোলেন। ক্ল্যারেন্স গ্ল্যাকেন *ট্রেসেস অন রোহডিয়ান শোর* রচনা করেন। গ্রন্থটি পরিবেশের ইতিহাসচর্চায় নতুন মাত্রা যোগ করে। রিচার্ড গ্রোভ তাঁর *গ্রিন ইম্পিরিয়ালিজম* গ্রন্থে বলেছেন যে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি অধিকৃত দেশগুলির প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করছে।

  ভারতের পরিবেশ সমস্যার সম্পর্কে লিখেছেন মাধব গ্যাডগিল ও রামচন্দ্র গুহ, লিখিত গ্রন্থটির নাম *দিস ফিসার্ড ল্যান্ডস, অ্যান ইকোলজিক্যাল হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া*।

- **বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-চিকিৎসাবিদ্যার ইতিহাস :** বর্তমানে অধিকাংশ ইতিহাসবিদ মনে করেন যে বিজ্ঞানচর্চা এবং গবেষণা এক ধরনের সামাজিক ক্রিয়াকলাপ

এবং বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও চিকিৎসাবিদ্যা ইতিহাসচর্চার গুরুত্বপূর্ণ দিক। মানবসভ্যতারও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ভারতে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে বিজ্ঞানচর্চা, প্রযুক্তিবিদ্যা এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা হয়।

গাছ নিয়ে গবেষণার জন্য শিবপুর এবং দার্জিলিং-এ বোটানিক্যাল গার্ডেন তৈরি করা হয়। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার সূচনা হয়। ডন সোসাইটি, আলিগড় সায়েন্টিফিক সোসাইটি, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অব সায়েন্স প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত, খনিজবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ তো বটেই, এ ছাড়া গৃহপালিত পশু, সেনাবাহিনীর হস্তি প্রভৃতির চিকিৎসার প্রয়োজন ছিল। শল্য চিকিৎসার পদ্ধতিও প্রাচীনযুগের আবিষ্কার। চিন এবং গ্রিসের হিপোক্রেটিস, সেলসাস ও গ্যালেন, আরবদের ইউনানি চিকিৎসা, ভারতের চরক, শুশ্রুত, সপ্তদশ শতকের আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে ভেসালিয়াস, প্যারাসেলসাস প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। বিংশ শতাব্দীতে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নতুন দিগন্তের উন্মোচন হয়েছে। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিজ্ঞানের ইতিহাসচর্চা সম্পর্কিত গ্রন্থগুলি হল টমাস কুনের *দ্য স্ট্রাকচার অব সায়েন্টিফিক রেভলিউশন*, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের *হিস্ট্রি অব হিন্দু কেমিস্ট্রি*, দীপক কুমারের *সায়েন্স অ্যান্ড দ্য রাজ*, জে. ডি. বার্নালের *হিস্ট্রি অব সায়েন্স*, সমর সেন-এর *বিজ্ঞানের ইতিহাস* ইত্যাদি।

- **নারী ইতিহাস :** ইতিহাসে পূর্বে নারীদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু শিক্ষা-সংস্কৃতি-রাজনীতি-খেলাধুলা সমাজের সর্বক্ষেত্রে নারী তার প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে। পুরুষতন্ত্রের অন্যায়, জুলুম, বঞ্চনার বিরুদ্ধে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই থেকেই নারী ইতিহাসের সূচনা। এ প্রসঙ্গে দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল বি. আর. নন্দ রচিত *দ্য ইন্ডিয়ান উইমেন ফ্রম পর্দা টু মর্ডানিটি* এবং কমলা ভাসিনের *হোয়াট ইজ প্যাট্রিয়ার্কি*। নারীবাদের উদ্ভব, নারী আন্দোলনের ধারা, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান, নারীশিক্ষা ইত্যাদি বিষয়গুলি নারী ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। সেইসকল মহীয়সী নারীদের কাহিনি নিয়ে গ্রন্থ রচনা হয়েছে। ১৯৬০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম নারী ইতিহাসচর্চা শুরু হয়।

  নারীসমাজের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল আলুওয়ালিয়ার *রিথিঙ্কিং বাউন্ডারিজ অব ফেমিনিজম অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনালিজম*, জোয়ান কেলির *ডিড উইমেন হ্যাভ আ রেনেসাঁ*, জে. কৃষ্ণমূর্তি সম্পাদিত *উইমেন ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া*, জেরাল্ডিন ফোর্বসের *উইমেন ইন মডার্ন ইন্ডিয়া*, চিত্রা ঘোষের *বাংলার রাজনীতি ও নারী আন্দোলন* প্রভৃতি।

১.২. আধুনিক ভারতের ইতিহাসচর্চার উপাদান ব্যবহারের পদ্ধতি :

আধুনিক ভারতের ইতিহাসচর্চার বেশিরভাগ উপাদানই লিখিত, ফলে অনেক বেশি প্রামাণ্য যা আধুনিক ভারতের ইতিহাসচর্চাকে অনেক সহজতর করে তুলেছে, যেমন সরকারি নথিপত্র, আত্মজীবনী, স্মৃতিকথা, ডায়েরি, ব্যক্তিগত চিঠিপত্র ইত্যাদি। এ ছাড়া রয়েছে জমি-জায়গার দলিল, ওকালতনামা, মানচিত্র, ছবি, ব্রোশিও, বিজ্ঞাপন, সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র ইত্যাদি। মূলত— (১) সরকারি নথিপত্র, (২) আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা, (৩) চিঠিপত্র, (৪) সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্র।

১ **সরকারি নথিপত্র**— পুলিশ, গোয়েন্দা এবং সরকারি আধিকারিকদের লেখা প্রতিবেদন, বিবরণ এবং চিঠিপত্রগুলি প্রধানত সরকারি নথিপত্র হিসেবে বিবেচিত। দিল্লি, বোম্বাই, কলকাতার মতো ঐতিহাসিক শহরগুলির মহাফেজখানায় রয়েছে স্বাধীনতার পূর্ববর্তী ব্রিটিশ সরকারের অসংখ্য নথিপত্র। সেগুলি বিশ্লেষণ করলে শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন, স্বদেশি আন্দোলনের ইতিহাস জানা যায়। পূর্বে এইসব রিপোর্টগুলি শাসকগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে সরকারি গোয়েন্দা বিভাগ নিরপেক্ষতা বজায় রেখে রাজনৈতিক এবং সামাজিক ঘটনাবলির নথিপত্র তৈরি করে থাকেন। যার থেকে অতীতের ইতিহাস এবং বর্তমান ঘটনাবলি সম্পর্কে জানা যায়।

২ **আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা**— কোনও ব্যক্তি সাধারণত জীবনের অনেকটা সময় পার করে

তারপরই আত্মজীবনী বা স্মৃতিকথা জাতীয় গ্রন্থ লিখতে শুরু করেন। অতীতে ঘটে যাওয়া ঘটনাপ্রবাহে লেখক যখন নিজস্ব অনুভূতি যোগ করেন, তাকে বলা হয় স্মৃতিকথা। এই জাতীয় গ্রন্থগুলি হয়ে ওঠে সময়ের দলিল। এ প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসুর *দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল*, মহাত্মা গান্ধির *মাই এক্সপেরিমেন্ট উইথ ট্রুথ*, মৌলনা আবুল কালাম আজাদের *ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম*, জওহরলাল নেহরুর *অ্যান অটোবায়োগ্রাফি*-র নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে মণিকুন্তলা সেনের *সেদিনের কথা*, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের *ছেড়ে আসা গ্রাম* উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

- ক **'সত্তর বৎসর'** : বিপ্লবী বিপিনচন্দ্র পাল রচিত স্মৃতিকথা জাতীয় গ্রন্থ। 'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৮৫৭-১৯২৭ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে লেখাগুলি সংকলিত করে গ্রন্থের আকারে প্রকাশ করা হয়। গ্রন্থটিতে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনকাহিনির সঙ্গে মূলত বঙ্গভঙ্গ পরবর্তী স্বদেশি আন্দোলনে উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতিরও বর্ণনা পাওয়া যায়। সূচনায় লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনি, কিশোর বয়সের কথা, স্কুলজীবন, তাঁর সঙ্গে লালা লাজপত রায়, বালগঙ্গাধর তিলক, ঋষি অরবিন্দ প্রমুখের বৈপ্লবিক কার্যকলাপের বিবরণ পাওয়া যায়। লেখকের পরিণত বয়সে লেখা এই গ্রন্থটিতে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় এবং বিংশ শতাব্দীর সূচনায় ঔপনিবেশিক শাসনের কুফল এবং তার প্রতিবাদে গড়ে ওঠা আন্দোলনগুলিতে লেখক নিজস্ব সমর্থন জানিয়েছেন।

  সেই সময়কার সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনের নানা দিক উঠে এসেছে তাঁর লেখায়।
- খ **'জীবনস্মৃতি'** : ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ শিশুকাল থেকে ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত অনেক কাহিনি প্রকাশ করেছেন। স্মৃতিকথাটি 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রথম ছাপা হয় ধারাবাহিকভাবে। গ্রন্থটিতে রবীন্দ্রনাথের শৈশব শিক্ষা, ঠাকুরবাড়ির পরিবেশ, সংস্কৃতি, বিখ্যাত এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কার্যকলাপ, হিন্দুমেলা-বঙ্গভঙ্গ সময়কার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, লেখকের স্বদেশ ভাবনা সম্পর্কে জানা যায়। এ ছাড়া হিন্দুমেলার বিবর্তন, লর্ড কার্জনের আমলে বাংলার পরিস্থিতি, বৈপ্লবিক কার্যকলাপে তৎপরতা সম্পর্কে তথ্যসমৃদ্ধ বিবরণ পাওয়া যায়। তবে এই স্মৃতিকথা তিনি ষাট বছর বয়সে লিখেছিলেন। তাই বেশকিছু বিবরণে বিস্মৃতির কারণে বিভ্রান্তি ছিল।
- গ **'জীবনের ঝরাপাতা'**: সরলাদেবী চৌধুরানি রচিত এই আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থটি ১৯৪৪-৪৫ খ্রিস্টাব্দে সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। লেখিকা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকাহিনির সঙ্গে সঙ্গে বহু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কর্মযজ্ঞের বর্ণনা করেছেন। সেই সময়ের বিখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, লেখক, সমাজসংস্কারকদের কর্মকাণ্ডের বর্ণনা ছিল তাঁর লেখায়। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনীর কন্যা সরলাদেবী। তাঁর লেখায় ফুটে উঠেছে ঠাকুরবাড়ির গৌরবময় ঐতিহ্যের বিবরণ, তার সঙ্গে যোগ হয়েছে স্বকীয় স্বাধীন ভাবনা। এ ছাড়া লেখিকার নিজের বহুমুখী ও বৈচিত্র্যময় কর্মকাণ্ডেরও বর্ণনা আছে লেখাটিতে। স্বদেশি যুগে বিপ্লবকে অনুপ্রেরণা দিতে লেখিকা বীরাষ্টমী ব্রতের নবসূচনা, শিল্পমেলা, খাদি বস্ত্রের প্রচার, প্রতাপাদিত্য উৎসবের সংগঠক রূপে নানা কর্মকাণ্ডের বর্ণনা করেছেন। গ্রন্থটিতে সরলাদেবীর কার্যকলাপের পর্যালোচনা থেকে নারীর ক্ষমতায়ন, নারী প্রগতির বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। এ ছাড়া সরলাদেবী চৌধুরানি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার গঠন করেন এবং 'ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল' (১৯১১ খ্রি.) প্রতিষ্ঠা করেন।
- ৩ **চিঠিপত্র** : চিঠিপত্রগুলিকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। সরকারি এবং ব্যক্তিগত। সরকারি চিঠিপত্রগুলি সরকারি নথির অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়াও কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যখন তাঁর প্রিয়জনকে কোনও ব্যক্তিগত চিঠি লেখেন, সেই চিঠিগুলিও কখনো-কখনো দেশের রাজনৈতিক বা সামাজিক পরিস্থিতির দলিল হয়ে ওঠে।
- **'লেটার্স ফ্রম আ ফাদার টু হিজ ডটার'** : ইন্দিরা গান্ধিকে লেখা জওহরলাল নেহরুর মোট ৩০টি পত্রের সংকলন এই গ্রন্থটি। ইন্দিরার যখন মাত্র ১০ বছর বয়স, জওহরলাল নেহরু এই চিঠিগুলি লিখেছিলেন। চিঠিগুলিতে বেশিরভাগই শিক্ষামূলক আলোচনা করা হয়েছে। পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে প্রাচীন সভ্যতার সূচনা, সাধারণ মানুষ, বাণিজ্য, ধর্মের উদ্ভব, শ্রমের বিভাজন ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। চিঠিগুলির মাধ্যমে জওহরলাল নেহরু কন্যাকে বার্তা দিতে চেয়েছিলেন

যে পৃথিবীর কথা জানতে হলে সমস্ত দেশ এবং দেশবাসীদের কথা জানতে হবে। মুন্সি প্রেমচাঁদ এই বই হিন্দিতে 'পিতা কে পত্র পুত্রীকে নাম' শিরোনামে অনুবাদ করেন।

৪ **সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্র :** উল্লেখযোগ্য বেশ কিছু সংবাদপত্র এবং সাময়িকপত্র আধুনিক ভারতের ইতিহাসচর্চার উপাদান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ক **'বঙ্গদর্শন' :** বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাটি একটি প্রথম শ্রেণির সাহিত্য পত্রিকা ছিল। বাঙালির জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটাতে এই পত্রিকাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র রচিত প্রবন্ধগুলি সমকালীন রাজনীতি এবং তথাকথিত শিক্ষিত বাঙালি সমাজের ওপর কশাঘাত হেনেছে। গ্রামবাংলার দরিদ্র কৃষকদের কথা ব্যক্ত হয়েছে এই পত্রিকায়। 'বঙ্গদর্শন' থেকে উপাদান সংগ্রহ করে সংবাদপত্র এবং সাময়িকপত্রের বিবর্তন সম্পর্কে ধারণা গড়ে তোলা যায়। এক্ষেত্রে সমকালীন নানা তথ্য পাওয়া যায়।

খ **'সোমপ্রকাশ' :** দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত এই পত্রিকাটির বৈশিষ্ট্য ছিল মার্জিত রুচি, প্রাঞ্জল ভাষা এবং নির্ভীক সমালোচনা। 'সোমপ্রকাশ' ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী। এই পত্রিকাটি ধারাবাহিকভাবে ব্রিটিশ পরিচালিত শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে শক্তিশালী জনমত গঠন করতে সক্ষম হয়েছিল। বিধবাবিবাহ আন্দোলনে 'সোমপ্রকাশ'-এর অবদান গুরুত্বপূর্ণ। নীলকর সাহেব এবং জমিদারদের বিরুদ্ধে তীব্র জনমত গঠন করেছিল এই পত্রিকা। 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা হিন্দুধর্ম এবং সমাজের অন্ধকার দিকগুলির প্রতি সমালোচনায় মুখর হয়েছিল। আধুনিক ইতিহাসচর্চার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটি।

টুকরো কথা

- **ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা :** ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারা বিশ্ব আজ ঘরের কোণে চলে এসেছে। **সুবিধা**— ইন্টারনেটের সহায়তায় অতি সহজে ঘরের কোণে বসে বিশ্বের খবর নিমেষে সংগ্রহ করা যায়। এক্ষেত্রে অবশ্য যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করতে হয়। নানা ধরনের অনলাইন লাইব্রেরি থেকে মূল গ্রন্থ ও অনলাইন আর্কাইভ থেকে মূল রিপোর্টের কপি পাওয়া সম্ভব হয়। **অসুবিধা**— ইন্টারনেটের ঐতিহাসিক তথ্য যাচাই করা কঠিন। এই তথ্যগুলি সর্বদা নির্ভরযোগ্য নয়, তাই এক্ষেত্রে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়।

KEY POINTS

১ সাম্প্রতিককালে ইতিহাসচর্চায় খেলার ইতিহাস, খাদ্যাভ্যাসের ইতিহাস, শিল্পচর্চার ইতিহাস, পোশাক-পরিচ্ছদের ইতিহাস, যানবাহন-যোগাযোগ ব্যবস্থার ইতিহাস, দৃশ্যশিল্পের ইতিহাস, স্থাপত্যের ইতিহাস, স্থানীয় ইতিহাস, শহরের ইতিহাস, সামরিক ইতিহাস, পরিবেশের ইতিহাস, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-চিকিৎসাবিদ্যার ইতিহাস এবং নারী ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

২ পশ্চিম ইউরোপে ১৯৬০-এর দশক থেকে নতুন সামাজিক ইতিহাসচর্চা শুরু হয়েছে। ফ্রান্সের অ্যানাল গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকরা ইতিহাসচর্চার ধারায় পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। এদেশে ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে রণজিৎ গুহ নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার সূচনা করেন।

৩ ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথম মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপ হয়েছিল।

৪ মোহনবাগান দল ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ খেলোয়াড়দের পরাজিত করে আই.এফ.এ. শিল্ড জিতে নেয়।

৫ ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে নবীনচন্দ্র দাস রসগোল্লা আবিষ্কার করেন।

৬ ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে রুশ পর্যটক হেরাসিম লেবেদেফ কলকাতায় প্রথম থিয়েটার হল 'বেঙ্গলি থিয়েটার' এর প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম অভিনীত নাটক 'কাল্পনিক সংবদল'।

৭ ল্যুমিয়ের ব্রাদার্স চলচ্চিত্রের স্রষ্টা। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে ২৮ ডিসেম্বরে প্যারিসে চলচ্চিত্রের উদ্ভব হয়।

ভারতে ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে হীরালাল সেন প্রথম সিনেমা দেখাতে শুরু করেন।

৮ ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ডালহৌসি ভারতে প্রথম রেলপথের সূচনা করেন। ট্রেনের প্রথম যাত্রাপথ ছিল বোম্বে থেকে থানে পর্যন্ত।

৯ প্রাচীনযুগের মন্দিরগুলির স্থাপত্যে মূলত দুই ধরনের রীতি লক্ষিত হয়। দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড় পদ্ধতি উত্তরে নাগররীতি। পরবর্তীতে ভারতে মুসলমানদের প্রবেশ ঘটে। মুঘল আমলে স্থাপত্যগুলি ইন্দো-ইসলামিক রীতিতে তৈরি। এরপর ইউরোপীয়দের এদেশে আগমনের ফলে স্থাপত্যরীতিতে নিওক্ল্যাসিক্যাল, গথিক রিভাইভাল, বোরক ইত্যাদি রীতির অনুপ্রবেশ ঘটে।

১০ পরিবেশকে বাঁচাতে ভারতে আন্দোলনগুলি সংঘটিত হয়েছিল, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুন্দরলাল বহুগুণার নেতৃত্বে উত্তরাখণ্ডের 'চিপকো আন্দোলন' এবং মেধাপাটেকর, বাবা আমটের নেতৃত্বে দাক্ষিণাত্যের 'নর্মদা বাঁচাও' আন্দোলন।

১১ বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসকে জানবার জন্য জে. ডি. বার্নালের 'ইতিহাসে বিজ্ঞান' (Science in History) গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু 'বসুবিজ্ঞান মন্দির' (Bose Institute) স্থাপন করেন। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় 'বেঙ্গল কেমিকেল'-এর প্রতিষ্ঠা করেন।

১২ ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় রেকর্ড রুম খোলা হয়।

১৩ বিপিনচন্দ্র পালের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'সত্তর বৎসর' প্রথমে 'প্রবাসী' পত্রিকায় পরে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

১৪ রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা-জাতীয় গ্রন্থ 'জীবনস্মৃতি' 'প্রবাসী' পত্রিকায় ছাপা হয়। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়।

১৫ সরলাদেবী চৌধুরানি রচিত 'জীবনের ঝরাপাতা', এটি দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষে লেখাটি প্রথম বই আকারে প্রকাশিত হয়।

১৬ ইন্দিরা গান্ধির প্রতি জওহরলাল নেহরু কর্তৃক লিখিত *'Letters from a Father to His Daughter'* নামক ব্যক্তিগত চিঠির সংগ্রহটি ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে বই আকারে প্রকাশিত হয়।

১৭ ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে ভারতের প্রথম সংবাদপত্র 'বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশিত হয়। ইংরেজি ভাষার এই কাগজটি সম্পাদনা করেন অগাস্টাস হিকি। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতের প্রথম দেশি ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। মাসিক এই পত্রিকাটির নাম 'দিগদর্শন', সম্পাদক জন ক্লার্ক মার্শম্যান। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়।

১৮ ইন্টারনেট ব্যবহারের যেমন সুবিধা আছে। তেমনি অসুবিধাও আছে।

Special Tips

- বাংলায় ডাল ও সরষে খাওয়ার প্রচলন হয় পোর্তুগিজদের মাধ্যমে।
- বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপাদান থেকে জানা যায় বাংলায় দরিদ্র মানুষের প্রধান খাদ্য ছিল আমানি বা পান্তা ভাতের জল।
- প্রাচীনকালে বাঙালি মহিলারা শাড়ি ও পুরুষরা ধুতি পরতেন, কারণ তৎকালীন সময়ে হিন্দুধর্মে সেলাই করা পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিধিনিষেধ ছিল।
- গবেষকদের মতে, অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ কলকাতায় নির্বাসনে থাকাকালীন কলকাতার বিরিয়ানিতে আলুর প্রচলন করেন।
- আনুমানিক ৫০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে প্রাচীন মেসোপটেমিয়ায় চাকা আবিষ্কৃত হয়।
- ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে নবাব সিরাজ-উদ্দৌলা কলকাতার নামকরণ করেন আলিনগর।

MIND MAP

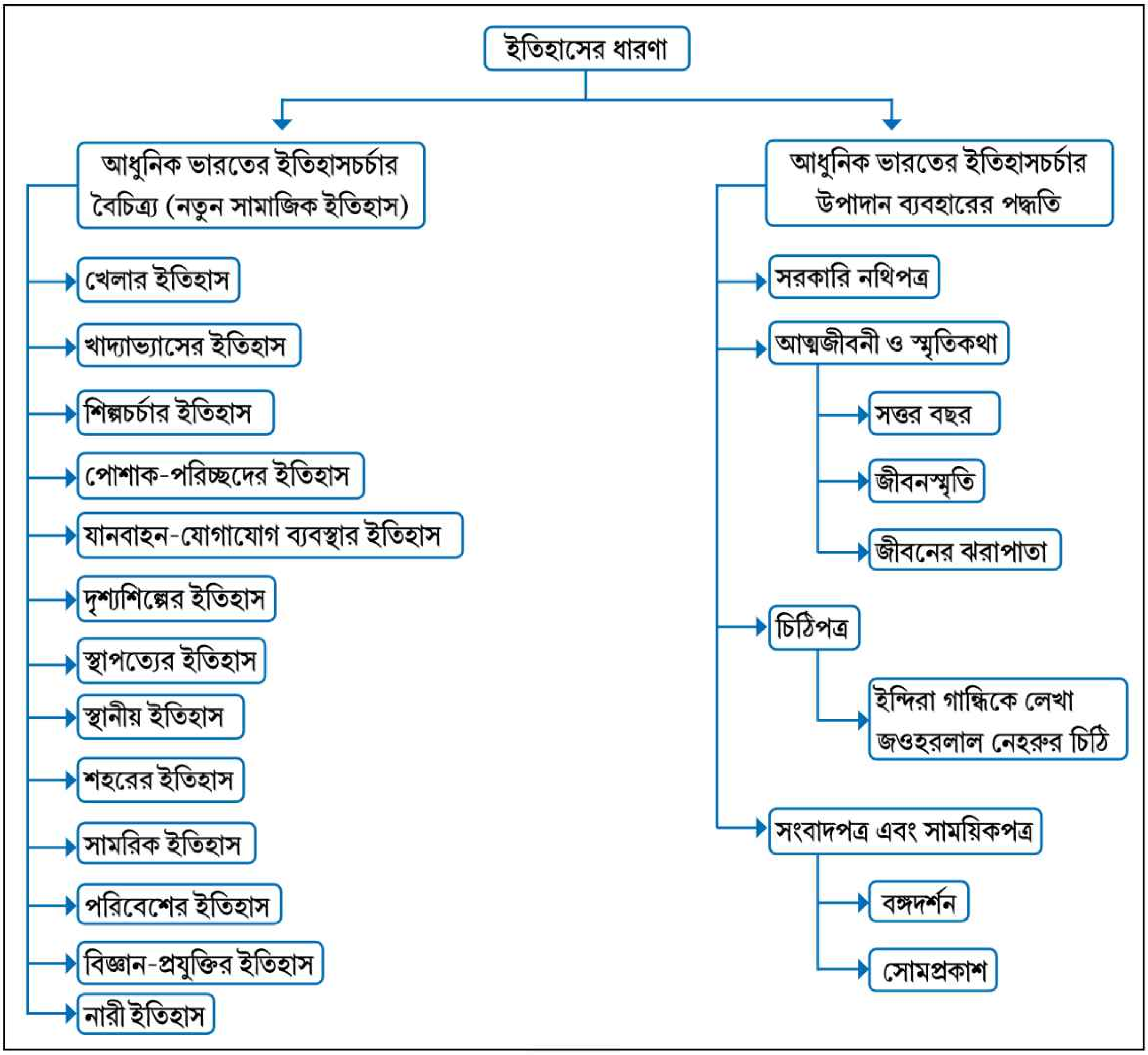
ইতিহাসের ধারণা
আধুনিক ভারতের ইতিহাসচর্চার বৈচিত্র্য (নতুন সামাজিক ইতিহাস)
খেলার ইতিহাস
খাদ্যাভ্যাসের ইতিহাস
শিল্পচর্চার ইতিহাস
পোশাক-পরিচ্ছদের ইতিহাস
যানবাহন-যোগাযোগ ব্যবস্থার ইতিহাস
দৃশ্যশিল্পের ইতিহাস
স্থাপত্যের ইতিহাস
স্থানীয় ইতিহাস
শহরের ইতিহাস
সামরিক ইতিহাস
পরিবেশের ইতিহাস
বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ইতিহাস
নারী ইতিহাস
আধুনিক ভারতের ইতিহাসচর্চার উপাদান ব্যবহারের পদ্ধতি
সরকারি নথিপত্র
আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা
সত্তর বছর
জীবনস্মৃতি
জীবনের ঝরাপাতা
চিঠিপত্র
ইন্দিরা গান্ধিকে লেখা জওহরলাল নেহরুর চিঠি
সংবাদপত্র এবং সাময়িকপত্র
বঙ্গদর্শন
সোমপ্রকাশ

বহুবিকল্পভিত্তিক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নমান ১

১. ইতিহাস হল অতীতের —
(ক) অনুমাননির্ভর বিবরণ
(খ) অর্থনিষ্ঠ বিবরণ
(গ) বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ
(ঘ) ঘটনাবলির নির্ভুল বিবরণ

উত্তর (খ) অর্থনিষ্ঠ বিবরণ

২. নতুন সামাজিক ইতিহাসে কারা প্রাধান্য পেয়েছে?
(ক) রাজা-মহারাজা (খ) জমিদার শ্রেণি
(গ) সাধারণ মানুষ (ঘ) রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব

উত্তর (গ) সাধারণ মানুষ

৩. সাম্প্রতিককালের নতুন সামাজিক ইতিহাসচর্চা শুরু হয়—
(ক) ১৯৪০-এর দশকে (খ) ১৮৪০-এর দশকে
(গ) ১৯৬০-এর দশকে (ঘ) ১৮৮০-এর দশকে

উত্তর (গ) ১৯৬০-এর দশকে

৪. 'হিস্ট্রি ফ্রম বিলো' প্রবন্ধটি লিখেছেন—
(ক) মার্ক ব্লখ (খ) লুসিয়েন ফেবর
(গ) ই পি থমসন (ঘ) ফার্নান্দ ব্রদেল

উত্তর (গ) ই পি থমসন

৫. ভারতে সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ চর্চা প্রথম কে শুরু করেন?
(ক) গৌতম ভদ্র (খ) পার্থ চট্টোপাধ্যায়
(গ) রণজিৎ গুহ (ঘ) সুমিত সরকার

উত্তর (গ) রণজিৎ গুহ

৬. সামাজিক বিজ্ঞান অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়—
(ক) ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে
(গ) ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে

উত্তর (খ) ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে

৭. ভারতে রণজিৎ গুহ নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার সূচনা করেন—
(ক) ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে
(গ) ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে

উত্তর (ক) ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে

৮. ভারতে ফুটবল খেলার প্রবর্তন করেন—
(ক) ইংরেজরা (খ) ফরাসিরা
(গ) পোর্তুগিজরা (ঘ) ওলন্দাজরা

উত্তর (ক) ইংরেজরা

৯. মোহনবাগান আই এফ এ শিল্ড জয়লাভ করে—
(ক) ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে
(গ) ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে

উত্তর (খ) ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে

১০. বোরিয়া মজুমদার ও কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোন্ বিষয়ে ইতিহাসচর্চা করেন?
(ক) খেলা (খ) পরিবেশ
(গ) স্থানীয় ইতিহাস (ঘ) খাদ্যাভ্যাস

উত্তর (ক) খেলা

১১. বেঙ্গলি থিয়েটার কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
(ক) ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে
(গ) ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে

উত্তর (গ) ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে

১২. 'নবান্ন' নাটকটি কে লেখেন?
(ক) উৎপল দত্ত (খ) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
(গ) গিরিশচন্দ্র ঘোষ (ঘ) বিজন ভট্টাচার্য

উত্তর (ঘ) বিজন ভট্টাচার্য

১৩. ভারতের প্রাচীনতম গুহাচিত্র হল—
(ক) অজন্তা (খ) ভীমবেটকা
(গ) ইলোরা (ঘ) আলতামিরা

উত্তর (খ) ভীমবেটকা

১৪. ভারতে প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিটির নাম কী?
(ক) রাজা হরিশ্চন্দ্র (খ) আলম আরা
(গ) মুঘল-ই-আজম (ঘ) জামাইষষ্ঠী

উত্তর (ক) রাজা হরিশ্চন্দ্র

১৫. 'নদীয়া কাহিনী' গ্রন্থটির লেখক কে ছিলেন?
(ক) কুমুদনাথ মল্লিক (খ) রাধানাথ বসু
(গ) শিবনাথ শাস্ত্রী (ঘ) নবীনচন্দ্র দাস

উত্তর (ক) কুমুদনাথ মল্লিক

১৬. ভারতের কোন্ শহরকে 'সংস্কৃতির শহর' বলা হয়?
(ক) কলকাতা (খ) দিল্লি
(গ) ইন্দোর (ঘ) মুম্বাই

উত্তর (ক) কলকাতা

১৭. ভারতীয় যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ কে করেন?
(ক) মেয়ো (খ) কার্জন
(গ) হেস্টিংস (ঘ) ডালহৌসি

উত্তর (ঘ) ডালহৌসি

১৮. শ্রীরামপুর শহরটি কারা প্রতিষ্ঠা করেন?
(ক) ইংরেজরা (খ) ফরাসিরা
(গ) দিনেমাররা (ঘ) ওলন্দাজরা

উত্তর (গ) দিনেমাররা

১৯. রেলপথ ও টেলিগ্রাফ কোন্ বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করেছিল?
(ক) সিপাহি বিদ্রোহ (খ) সাঁওতাল বিদ্রোহ
(গ) চুয়াড় বিদ্রোহ (ঘ) সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ

উত্তর (ক) সিপাহি বিদ্রোহ

২০. 'এ হিস্ট্রি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রি' গ্রন্থের রচয়িতা হলেন—
(ক) ইরফান হাবিব (খ) ডেভিড আর্নল্ড
(গ) প্রফুল্লচন্দ্র রায় (ঘ) জে ডি বার্নাল

উত্তর (গ) প্রফুল্লচন্দ্র রায়

২১. 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাটি কবে প্রথম প্রকাশিত হয়?
(ক) ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে
(গ) ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে

উত্তর (ক) ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে

২২. 'জীবনস্মৃতি' প্রথম প্রকাশিত হয়—
(ক) ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে
(গ) ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে

উত্তর (খ) ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে

২৩. 'সত্তর বৎসর' কোন্ পত্রিকাতে প্রথম ছাপা হয়?
(ক) বঙ্গদর্শন (খ) প্রবাসী
(গ) হিতবাদী (ঘ) সমাচার দর্পণ

উত্তর (খ) প্রবাসী

২৪. ইন্দিরা গান্ধিকে লেখা জওহরলাল নেহরুর চিঠিগুলির হিন্দি অনুবাদ করেছেন—
(ক) মুন্সি প্রেমচন্দ (খ) কৃষণ চন্দর
(গ) ইকবাল (ঘ) সাদাৎ হাসান মান্টো

উত্তর (ক) মুন্সি প্রেমচন্দ

২৫. পরিবেশের ইতিহাসচর্চার সূত্রপাত হয় কোন্ দেশে?
(ক) ফ্রান্সে (খ) জার্মানিতে
(গ) ইটালিতে (ঘ) আমেরিকাতে

উত্তর (ঘ) আমেরিকাতে

২৬. 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকাটির প্রথম সম্পাদক ছিলেন—
(ক) দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (খ) দ্বারকানাথ ঠাকুর
(গ) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উত্তর (ক) দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ

২৭. সরলাদেবী চৌধুরানির আত্মজীবনীর নাম হল—
(ক) জীবনস্মৃতি (খ) সেদিনের কথা
(গ) জীবনের ঝরাপাতা (ঘ) আমার মেয়েবেলা

উত্তর (গ) জীবনের ঝরাপাতা

২৮. 'সত্তর বৎসর' গ্রন্থটি যাঁর জীবনকে অবলম্বন করে রচিত, তিনি হলেন—
(ক) সরলাদেবী চৌধুরানি
(খ) সুভাষচন্দ্র বসু
(গ) বিপিনচন্দ্র পাল
(ঘ) সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তর (গ) বিপিনচন্দ্র পাল

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নমান ১

১. **ইউরোপে নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চা করেন এমন একজন ঐতিহাসিকের নাম লেখো।**

উত্তর ইউরোপে নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চা করেন এমন একজন ঐতিহাসিক হলেন এরিখ হবসবম।

২. **কোন্ খেলার জন্য রামচন্দ্র গুহ ক্রীড়া ঐতিহাসিক হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন?**

উত্তর ক্রিকেট খেলার জন্য রামচন্দ্র গুহ ক্রীড়া ঐতিহাসিক হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন।

৩. **দুটি গৃহমধ্যস্থ ভারতীয় খেলার নাম লেখো।**

উত্তর দুটি গৃহমধ্যস্থ ভারতীয় খেলার নাম হল দাবা ও পাশা।

৪. **প্রাচীন ভারতের দুজন চিকিৎসকের নাম লেখো।**

উত্তর প্রাচীন ভারতের দুজন চিকিৎসকের নাম চরক এবং শুশ্রুত।

৫. **প্রাচীন ভারতের দুটি গুহাচিত্রের নাম লেখো।**

উত্তর প্রাচীন ভারতের দুটি গুহাচিত্রের নাম অজন্তা ও ইলোরা।

৬. **দুটি ধ্রুপদি নৃত্যের নাম করো।**

উত্তর দুটি ধ্রুপদি নৃত্যের নাম ভরতনাট্যম (তামিলনাড়ু), কথাকলি (কেরল)।

৭. **প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে রঙ্গমঞ্চের উল্লেখ কোথায় আছে?**

উত্তর প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে রঙ্গমঞ্চের উল্লেখ ভরতের নাট্যশাস্ত্রে আছে।

৮. ভারতের প্রথম পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র কোন্‌টি?

উত্তর ভারতের প্রথম পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র হল ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ২১ এপ্রিল দাদাসাহেব ফালকে নির্মিত ও পরিবেশিত 'রাজা হরিশচন্দ্র' (নির্বাক)।

৯. কৃষ্ণনগর ও চন্দননগরের বিখ্যাত খাবারগুলির নাম লেখো।

উত্তর কৃষ্ণনগরের সরপুরিয়া, সরভাজা, এবং চন্দননগরের জলভরা সন্দেশ।

১০. 'কলোসিয়াম' কী?

উত্তর 'কলোসিয়াম' হল রোমে অবস্থিত প্রাচীনকালে নির্মিত একটি অ্যাম্ফিথিয়েটার।

১১. 'অষ্টাধ্যায়ী' গ্রন্থটি কে রচনা করেছেন?

উত্তর 'অষ্টাধ্যায়ী' গ্রন্থটি রচনা করেছেন পাণিনি।

১২. 'রিদিম অফ লাইফ' গ্রন্থটি কার লেখা?

উত্তর 'রিদিম অফ লাইফ' গ্রন্থটি উদয়শঙ্করের লেখা।

১৩. 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকটি কার লেখা?

উত্তর 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকটি লেখেন রামনারায়ণ তর্কালঙ্কার।

১৪. ভারতে প্রথম চলচ্চিত্র কবে প্রদর্শিত হয়?

উত্তর ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতে প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

১৫. 'মধ্যযুগের শহর' গ্রন্থের লেখক কে?

উত্তর 'মধ্যযুগের শহর' গ্রন্থের লেখক ড. অনিরুদ্ধ রায়।

১৬. 'পাবনা জেলার ইতিহাস' গ্রন্থটি কার লেখা?

উত্তর 'পাবনা জেলার ইতিহাস' গ্রন্থটি রাধারমন সাহার লেখা।

১৭. সামরিক ইতিহাসচর্চা প্রথম কোথায় শুরু হয়?

উত্তর সামরিক ইতিহাসচর্চা প্রথম ইংল্যান্ডে শুরু হয়।

১৮. রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি কে ছিলেন?

উত্তর রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি ছিলেন ইংরেজ আমলের ইঞ্জিনিয়ার এবং ঠিকাদার। তাঁর তত্ত্বাবধানেই 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল' নির্মিত হয়।

১৯. 'রাইজ অফ শিখ পাওয়ার' গ্রন্থটি কার লেখা?

উত্তর 'রাইজ অফ শিখ পাওয়ার' গ্রন্থটি এন কে সিনহার লেখা।

২০. 'বাঙ্গালার ইতিহাস' গ্রন্থটি কার লেখা?

উত্তর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাঙ্গালার ইতিহাস' গ্রন্থটি লেখেন।

২১. 'রাজতরঙ্গিণী' কার লেখা?

উত্তর কলহন 'রাজতরঙ্গিণী' লেখেন।

২২. নারীসমাজের ওপরে লিখিত মালবিকা কার্লেকরের বিখ্যাত গ্রন্থটির নাম কী?

উত্তর নারীসমাজের ওপরে লিখিত মালবিকা কার্লেকরের বিখ্যাত গ্রন্থটির নাম 'ভয়েস ফ্রম উইদিন'।

২৩. 'ছেড়ে আসা গ্রাম' কার লেখা?

উত্তর 'ছেড়ে আসা গ্রাম' দক্ষিণারঞ্জন বসুর লেখা।

২৪. 'হিস্ট্রি অব দ্য হিন্দু কেমিস্ট্রি' কার লেখা?

উত্তর 'হিস্ট্রি অব দ্য হিন্দু কেমিস্ট্রি' লেখেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

২৫. 'মেমোরিজ' নামক স্মৃতিকথা গ্রন্থটি কার লেখা?

উত্তর 'মেমোরিজ' নামক স্মৃতিকথা গ্রন্থটি মানবেন্দ্রনাথ রায়ের লেখা।

২৬. বিপিনচন্দ্র পালের আত্মজীবনীর নাম কী?

উত্তর বিপিনচন্দ্র পালের আত্মজীবনীর নাম 'সত্তর বৎসর'।

২৭. 'জীবনস্মৃতি' কার আত্মজীবনী?

উত্তর 'জীবনস্মৃতি' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী।

২৮. 'জীবনের ঝরাপাতা' কে রচনা করেন?

উত্তর 'জীবনের ঝরাপাতা' রচনা করেন সরলাদেবী চৌধুরানি।

২৯. সরকারি নথি কোথায় সংরক্ষিত হয়?

উত্তর সরকারি নথি অভিলেখ্যাগারে সংরক্ষিত হয়।

৩০. 'গ্রিন ইম্পিরিয়ালিজম' গ্রন্থটি কার লেখা?

উত্তর 'গ্রিন ইম্পিরিয়ালিজম' গ্রন্থটি লেখেন রিচার্ড গ্রোভ।

৩১. 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকাটি কে সম্পাদনা করতেন?

উত্তর 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকাটি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদনা করতেন।

৩২. 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকাটির প্রথম সম্পাদক কে ছিলেন?

উত্তর 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকাটির প্রথম সম্পাদক ছিলেন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।

৩৩. বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র কোন্‌টি?

উত্তর বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ'।

৩৪. কত খ্রিস্টাব্দে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়?

উত্তর ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

শূন্যস্থান পূরণ করো

প্রশ্নমান ১

১. সর্বজনীন ইতিহাসের কথা বলেছেন ________। **(ভলতেয়ার)**

২. নতুন সামাজিক ইতিহাসচর্চার ধারণা তৈরি হয় ________। **(পশ্চিম ইউরোপে)**

৩. প্রথম বাংলা চলচ্চিত্র ________। **(বিল্বমঙ্গল)**

৪. সিপাহি বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সম্বলিত স্যার সৈয়দ আহমেদের গ্রন্থ ________। **(দ্য কজেস অব ইন্ডিয়ান রিভোল্ট)**

ঠিক বা ভুল নির্ণয় করো

প্রশ্নমান ১

১. মহাফেজখানাতে সরকারি নথি সংরক্ষিত হয়। [ঠিক]

২. 'হিস্ট্রি অফ হিন্দু কেমেস্ট্রি' প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের লেখা। [ঠিক]

৩. বাগেশ্বরী প্রবন্ধমালা রবীন্দ্রনাথের লেখা। [ভুল]

৪. ক্রিকেট খেলার প্রবর্তন করে ইংরেজরা। [ঠিক]

৫. 'সত্তর বৎসর' রবীন্দ্রনাথ-এর আত্মজীবনী। [ভুল]

৬. 'মেঘে ঢাকা তারা' চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেন ঋত্বিক ঘটক। [ঠিক]

'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মেলাও

প্রশ্নমান ১

১	'ক' স্তম্ভ		'খ' স্তম্ভ
(ক)	চলচ্চিত্রের ইতিহাসচর্চা	(i)	নীরা দেশাই
(খ)	খেলার ইতিহাসচর্চা	(ii)	ফারহানা মিলি
(গ)	বাগেশ্বরী প্রবন্ধমালা	(iii)	বোরিয়া মজুমদার
(ঘ)	নারী ইতিহাস	(iv)	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উত্তর (ক)— (ii), (খ)— (iii), (গ)— (iv), (ঘ)— (i)

২	'ক' স্তম্ভ		'খ' স্তম্ভ
(ক)	সরকারি নথি	(i)	মেকলে মিনিট
(খ)	সরকারি আধিকারিকদের প্রতিবেদন	(ii)	১৯১১ খ্রিস্টাব্দে
(গ)	মোহনবাগানের শিল্ডজয় ইতিহাস	(iii)	বাংলাদেশের
(ঘ)	স্থানীয় ইতিহাস	(iv)	লেখ্যাগার

উত্তর (ক)— (iv), (খ)— (i), (গ)— (ii), (ঘ)— (iii)

নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির সঠিক ব্যাখ্যাটি নির্বাচন করো

প্রশ্নমান ১

১. **বিবৃতি: 'সত্তর বৎসর'— এটি একটি অসম্পূর্ণ আত্মজীবনী।**

ব্যাখ্যা-১ এই গ্রন্থ বিপিনচন্দ্রের মাত্র বাইশ বছরের স্মৃতিকথা।

ব্যাখ্যা-২ এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়নি।

ব্যাখ্যা-৩ এই গ্রন্থটি কেবলমাত্র আত্মজীবনী নয়।

উত্তর ব্যাখ্যা-১ এই গ্রন্থ বিপিনচন্দ্রের মাত্র বাইশ বছরের স্মৃতিকথা।

২. **বিবৃতি: আধুনিক ইতিহাসচর্চায় বৈচিত্র্য এসেছে।**

ব্যাখ্যা-১ যুদ্ধবিদ্যা, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার ব্যাখ্যা করার জন্য।

ব্যাখ্যা-২ বিষয়বস্তুকে সমাজের নীচু তলা থেকে বিশ্লেষণ করার জন্য।

ব্যাখ্যা-৩ রাজনৈতিক ইতিহাসের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের জন্য

উত্তর ব্যাখ্যা-২ বিষয়বস্তুকে সমাজের নীচু তলা থেকে বিশ্লেষণ করার জন্য।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নমান ২

১. **নতুন সামাজিক ইতিহাস কাকে বলে?**

উত্তর বর্তমানে ইতিহাসচর্চা মানে একটা দেশ বা জাতির সামগ্রিক জীবনচর্চা। রাজা-অভিজাতদের জীবনযাপন ছাড়াও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা, তাদের খেলাধুলা, পোশাক-পরিচ্ছদ, শিল্প-সংস্কৃতি, গানবাজনা, স্থাপত্য-চিত্রকলা, পরিবেশ, শহর ইত্যাদি সম্পর্কে জানা। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত সবকিছুই নতুন সামাজিক ইতিহাসের বিষয়বস্তু।

২. **আধুনিক ইতিহাসচর্চা কেন বৈচিত্র্যপূর্ণ?**

উত্তর আধুনিক ইতিহাসচর্চায় সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জীবন নিয়ে আলোচনা করা হয়। সাধারণ মানুষের সামাজিক জীবন, তাদের খেলাধুলা, পোশাক-পরিচ্ছদ, শিল্প-সংস্কৃতি, গানবাজনা, স্থাপত্য-চিত্রকলা, পরিবেশ, শহর, অঞ্চল, যুদ্ধবিগ্রহ, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ইত্যাদি বহু বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। এভাবেই আধুনিক ইতিহাসচর্চা বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে।

৩. নতুন সামাজিক ইতিহাসচর্চায় অ্যানাল গোষ্ঠীর ভূমিকা কী ছিল?

উত্তর পশ্চিম ইউরোপে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নতুন সামাজিক ইতিহাসচর্চা শুরু হয়েছিল। ফ্রান্সের অ্যানাল গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকরা ইতিহাসচর্চার এই নতুন ধারার প্রবর্তন করেছিল। অ্যানাল গোষ্ঠী প্রথম দেখিয়েছিল যে সামাজিক কাঠামো এবং প্রক্রিয়ার ওপরে মূল গুরুত্ব আরোপ করতে হবে, তবেই ইতিহাসচর্চা সর্বজনীন হয়ে উঠবে।

৪. নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চা সম্পর্কে কী জানো?

উত্তর বিংশ শতাব্দীর আশির দশক থেকে ভারত-সহ দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের গবেষকরা জাতি-ধর্ম-বর্ণ লিঙ্গ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের জীবনধারা এবং তাদের জীবনধারার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যাবতীয় বিষয় ইতিহাসচর্চার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এভাবেই নিম্নবর্গের ইতিহাস বা সাব-অল্টার্ন স্টাডিজ এবং তার চর্চা ইতিহাসে প্রাধান্য পেয়েছে।

৫. খেলাধুলার ইতিহাসচর্চা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

উত্তর খেলার মধ্যে যৌথ উদ্যোগ এবং প্রতিযোগিতার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। খেলার মাধ্যমে দেশ বা জাতির মধ্যে পারস্পরিক সংকীর্ণতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব দূর হয়ে যোগাযোগ ও সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। অন্যদিকে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়।

৬. খেলাধুলার ইতিহাসচর্চা বিষয়ক কয়েকটি বইয়ের নাম লেখো।

উত্তর খেলাধুলার ইতিহাসচর্চা বিষয়ক কয়েকটি বইয়ের নাম বোরিয়া মজুমদারের 'ক্রিকেট ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া' , কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'খেলা যখন ইতিহাস', গৌতম ভট্টাচার্যের ' কাপমহলা' এবং রূপক সাহার 'বিদ্রোহী মারাদোনা'।

৭. খাদ্যাভ্যাসের ইতিহাসচর্চা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

উত্তর খাদ্যাভ্যাসের ইতিহাসচর্চা ছাড়া একটি জাতির সামগ্রিক মূল্যায়নের অনেকটাই অপূর্ণ থেকে যায়। কোনো সমাজ বা জাতির অন্তর্ভুক্ত মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থা, খাদ্যাভ্যাসে মিশ্র সংস্কৃতি এবং খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে সম্পর্কিত স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে জানা যায়।

৮. হরিপদ ভৌমিক কে ছিলেন?

উত্তর খাদ্যাভ্যাসের ইতিহাসচর্চার একজন গবেষক ছিলেন হরিপদ ভৌমিক। তাঁর রচিত গ্রন্থ, 'রসগোল্লা বাংলার জগৎমাতানো আবিষ্কার' বইটি খাদ্যাভ্যাসের ইতিহাসচর্চায় গুরুত্বপূর্ণ। এই বইটি থেকেই আমরা জানতে পারি রসগোল্লার আদি সৃষ্টিকর্তা বাংলার নদিয়া জেলার ফুলিয়ার হারাধন ময়রা।

৯. পোশাক-পরিচ্ছদের ইতিহাসচর্চা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

উত্তর পোশাক-পরিচ্ছদের ইতিহাসচর্চার মাধ্যমে মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থা, সামাজিক রুচি, শৈলী, লিঙ্গ-বৈষম্যের ধারাবাহিকতার বিষয়ে জানা যায়। এ ছাড়া ভৌগোলিক এবং আঞ্চলিক অবস্থান, এবং জলবায়ুর প্রভাবের ওপরে পোশাক-পরিচ্ছদের প্রকারভেদ কীভাবে নির্ভর করে সেটা বোঝা যায়।

১০. শাড়ি পরিধানের ব্রাহ্মিকা পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করো।

উত্তর উনিশ শতকে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির জ্ঞানদানন্দিনী দেবী পারসিক ধরনে শাড়ি পরার রীতি গ্রহণ করেন। এই পদ্ধতিতে শাড়ি পরলে দেহসৌষ্ঠব সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। বর্তমানে শাড়ি পরার এই পদ্ধতি সবচেয়ে জনপ্রিয়। বাঙালি মহিলারা এই পদ্ধতিতেই শাড়ি পরে।

১১. সংগীতের ইতিহাসচর্চা বিষয়ক কয়েকটি বইয়ের নাম লেখো।

উত্তর সংগীতের ইতিহাসচর্চার কয়েকটি বইয়ের নাম সুধীর চক্রবর্তীর 'বাংলা গানের সন্ধানে', মৃদুলকান্তি চক্রবর্তীর ' বাংলা গানের ধারা', উমেশ জোশীর 'ভারতীয় সংগীতকা ইতিহাস', রাজকুমারের 'এসেস অন ইন্ডিয়ান মিউজিক', প্যাট্রিক মৌতালের 'কমপ্যারেটিভ স্টাডি অব হিন্দুস্থানি রাগস' ইত্যাদি।

১২. নৃত্যকলা নিয়ে গবেষণা বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থের নাম লেখো।

উত্তর নৃত্যকলার ইতিহাসচর্চা বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থের নাম গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়ের 'ভারতের নৃত্যকলা', শোভনা গুপ্তার 'ডান্স অব ইন্ডিয়া', রাগিণী দেবীর 'ড্যান্স ডায়ালেক্ট অব ইন্ডিয়া', আকৃতি সিনহার 'লেটস নো ডান্সেস অব ইন্ডিয়া' প্রভৃতি।

১৩. কয়েকজন ভারতীয় চিত্রশিল্পীর নাম লেখো।

উত্তর কয়েকজন ভারতীয় চিত্রশিল্পী হলেন রাজা রবিবর্মা, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, রামকিঙ্কর বেইজ, গণেশ পাইন প্রমুখ।

১৪. নাটকের ইতিহাসচর্চা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

উত্তর নাটকের ইতিহাস থেকে কোনও জাতির জনজীবনের প্রতিচ্ছবি, সংস্কৃতিক রুচি, মননশীলতার আভাস পাওয়া যায়। সময়ে সময়ে সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির দর্পণ হয়ে ওঠে নাটক। মানুষকে লোকশিক্ষার সহায়ক এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী করে তোলে।

১৫. নাটকের ইতিহাসচর্চা বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থের নাম লেখো।

উত্তর নাটকের ইতিহাসচর্চা বিষয়ক কয়েকটি বইয়ের নাম হল শিশির কুমার বসুর 'একশো বছরের বাংলা থিয়েটার', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস', আশুতোষ ভট্টাচার্যর 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস', কপিলা বাৎস্যায়নের ভারতের নাট্য-ঐতিহ্য প্রভৃতি।

১৬. চলচ্চিত্রের ইতিহাস সম্বলিত কয়েকটি বইয়ের নাম লেখো।

উত্তর চলচ্চিত্রের ইতিহাস বিষয়ক কয়েকটি বইয়ের নাম হল ফারহানা মিলির 'সিনেমা এলো কেমন করে', সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের 'দেখার রকমফের : ঋত্বিক ও সত্যজিৎ', অপূর্ব কুণ্ডুর 'ইউরোপীয় চলচ্চিত্র' , পাম কুকের 'দ্য সিনেমা বুক' প্রভৃতি।

১৭. দৃশ্যশিল্পের ইতিহাসচর্চা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

উত্তর দৃশ্যশিল্প বলতে চিত্রকলা ও ফোটোগ্রাফিকে বোঝায়। সভ্যতার সূচনা থেকেই চিত্রকলার চর্চা চলে আসছে। পুরোনো দিনের আঁকা ছবিগুলি থেকে সেইসময়কার রাজনৈতিক-সামাজিক অবস্থা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি সম্পর্কে ধারণা করা যায়। দৃশ্যশিল্পে নতুন ধারা ফোটোগ্রাফি। বহু ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষ্য দেয় ফোটোগ্রাফি।

১৮. চিত্রকলা সম্বলিত কয়েকটি গ্রন্থের নাম লেখো।

উত্তর চিত্রকলার ইতিহাসচর্চা সম্পর্কিত কয়েকটি গ্রন্থ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাগেশ্বরী প্রবন্ধমালা', বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের 'চিত্রকথা', অশোক মিত্র-র 'ভারতের চিত্রকলা', গীতা কাপুরের 'কনটেম্পোরারি ইন্ডিয়ান আর্টিস্টস' ইত্যাদি।

১৯. সামাজিক ইতিহাসচর্চায় ফোটোগ্রাফি কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে?

উত্তর ফোটোগ্রাফিতে কল্পনার স্থান নেই। ফোটোগ্রাফি তাই আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রামাণ্য তথ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। কোনও ঐতিহাসিক ঘটনা বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সত্যাসত্য নির্ণয়ে ফোটোগ্রাফি সহায়তা করে।

২০. স্থাপত্যের ইতিহাসচর্চা বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থের নাম লেখো।

উত্তর স্থাপত্যের ইতিহাসচর্চা বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থ হল— জে ফার্গুসনের 'হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইস্টার্ন আর্কিটেকচার', জর্জ মিশেলের 'ব্রিক টেম্পল অব বেঙ্গল', পার্সি ব্রাউনের 'ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার', হিতেশরঞ্জন সান্যালের 'বাংলার মন্দির' ইত্যাদি।

২১. স্থানীয় ইতিহাসচর্চা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

উত্তর স্থানীয় ইতিহাসের মাধ্যমে সাধারণত অল্পপরিসর ও অল্প আয়তনের কোনো অঞ্চলবিশেষের উৎস ও বিকাশের কথা জানা যায়। নির্দিষ্ট ওই অঞ্চলের সমাজ, অর্থনীতি, শিল্পকলা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। স্থানীয় ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করেই জাতীয় ইতিহাস গড়ে ওঠে।

২২. স্থানীয় ইতিহাসচর্চা বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থের নাম লেখো।

উত্তর স্থানীয় ইতিহাসচর্চা বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থের নাম স্যার যদুনাথ সরকারের 'আ হিস্ট্রি অব জয়পুর', শিবনাথ শাস্ত্রীর 'হিস্ট্রি অব ব্রাহ্মসমাজ', কালিকিঙ্কর দত্তের 'আলিবর্দি অ্যান্ড হিজ টাইমস', জি এস সরদেশাই-এর 'নিউ হিস্ট্রি অব মারাঠা'।

২৩. বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ইতিহাসচর্চা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

উত্তর বিজ্ঞানচর্চা ও গবেষণা একধরনের সামাজিক ক্রিয়াকলাপ। সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই বিজ্ঞানচর্চা ও গবেষণার ইতিহাসচর্চা করা হয়। এ ছাড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্রমবিবর্তনের পর্যায় এবং এর ফলে জনজীবন কীভাবে প্রভাবিত হয়েছিল, এটা জানার জন্যও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিহাসচর্চা হওয়া দরকার।

২৪. বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ইতিহাসচর্চার সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন গবেষকের নাম লেখো।

উত্তর বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ইতিহাসচর্চায় যুক্ত কয়েকজন গবেষক হলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, দীপক কুমার, বিনয়ভূষণ রায়, ডেভিড আর্নল্ড প্রমুখ।

২৫. চিকিৎসাবিদ্যার ইতিহাসচর্চা সম্পর্কিত কয়েকটি গ্রন্থের নাম লেখো।

উত্তর চিকিৎসাবিদ্যার ইতিহাসচর্চা সম্পর্কিত কয়েকটি গ্রন্থের নাম দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রাচীন ভারতের চিকিৎসাবিজ্ঞান', ডেভিড আর্নল্ডের 'সায়েন্স, টেকনোলজি অ্যান্ড মেডিসিন ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া', তপন চক্রবর্তীর 'চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস' এবং পার্থসারথি চক্রবর্তীর 'চিকিৎসাবিজ্ঞানের আজব কথা' ইত্যাদি।

২৬. যানবাহন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি কীভাবে ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে?

উত্তর পঞ্চদশ শতকে জলযান নির্মাণ এবং সমুদ্রপথ আবিষ্কার হওয়ায় ইউরোপীয়রা নতুন নতুন দেশ আবিষ্কার করতে বেরিয়ে পড়ে। ক্রমশ উপনিবেশ গড়ে ওঠে। এইভাবে ব্যাবসাবাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে

পৃথিবীর সব দেশের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক মেলবন্ধন ঘটে। ব্রিটিশরা এদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ লুঠ করার জন্য রেলপথ তৈরি করেছিল। যোগাযোগ ব্যবস্থার এহেন আধুনিকীকরণ সমগ্র উপমহাদেশকে একসূত্রে বেঁধে দিয়েছিল।

২৭. শহরের ইতিহাসচর্চা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

উত্তর শহরের ইতিহাসচর্চার মাধ্যমে শহরের প্রতিষ্ঠা, নগর পরিকল্পনা, তার বিবর্তন, স্থাপত্য সম্পর্কে জানা যায়। এ ছাড়া স্থানীয় সমাজ, অর্থনীতি, শিল্পকলা প্রভৃতি সম্পর্কেও জানা যায়।

২৮. শহরের ইতিহাসচর্চা বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থের নাম লেখো।

উত্তর শহরের ইতিহাসচর্চা বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থ হল— পূর্ণেন্দু পত্রীর 'কলকাতা সংক্রান্ত', মুনতাসির মামুনের 'ঢাকাস্মৃতি বিস্মৃতির নগরী', নারায়ণী গুপ্তর 'দ্যা দিল্লি অমনিবাস', লুই মামফোর্ডের 'সিটিস ইন হিস্ট্রি'।

২৯. সামরিক ইতিহাসচর্চার সঙ্গে যুক্ত কয়েকটি গ্রন্থের নাম লেখো।

উত্তর সামরিক ইতিহাস সম্বলিত কয়েকটি গ্রন্থের নাম হল যদুনাথ সরকারের 'মিলিটারি হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া', মার্ক ফেরোর 'দ্যা গ্রেট ওয়ার, ১৯১৪-১৮', সুরেন্দ্রনাথ সেনের 'মিলিটারি সিস্টেম অব মারাঠাস', সুবোধ ঘোষের 'ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস' ইত্যাদি।

৩০. পরিবেশের ইতিহাসের গুরুত্ব কী?

উত্তর পরিবেশগত সংকট সৃষ্টির কার্যকারণ জানা এবং তা থেকে মুক্তির উপায় খোঁজা— দুটি ক্ষেত্রেই পরিবেশ নিয়ে চর্চা করা দরকার। শুধু তাই নয়, এই সংকটজনক পরিস্থিতি, বিপর্যয় এবং তার ভয়াবহতা সম্পর্কে মানুষকে অবগত করা। পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করা, পরিবেশ সুরক্ষার ব্যবস্থা করা।

৩১. পরিবেশ রক্ষার জন্য ভারতের কয়েকটি আন্দোলনের নাম লেখো।

উত্তর পরিবেশ রক্ষার জন্য যে আন্দোলনগুলির নাম সারাদেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল সেগুলি হল, কর্ণাটকের 'আপ্পিকো আন্দোলন', উত্তরাখণ্ডের 'চিপকো আন্দোলন', দাক্ষিণাত্যের 'নর্মদা বাঁচাও' আন্দোলন ইত্যাদি।

৩২. পরিবেশের ইতিহাস বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থের নাম লেখো।

উত্তর র‍্যাচেল কারসনের 'দ্য সি অ্যারাউন্ড আস' (১৯৫২) এবং 'দ্য সাইলেন্ট স্প্রিং' (১৯৬২), রিচার্ড গ্রোভের 'গ্রিন ইম্পিরিয়ালিজম', রামচন্দ্র গুহর 'দ্য ফিসাড ল্যান্ড', মহেশ রঙ্গরাজনের 'ফেন্সিং দ্য ফরেস্ট', 'হান্টিং অ্যান্ড শুটিং', অ্যালফ্রেড ক্রসবির 'ইকোলজিক্যাল ইম্পিরিয়ালিজম' ইত্যাদি পরিবেশবিদ্যাচর্চার উল্লেখযোগ্য বই।

৩৩. নারী ইতিহাস কেন গুরুত্বপূর্ণ?

উত্তর প্রথাগত ইতিহাসচর্চায় এতকাল নারীরা গুরুত্ব পায়নি। সাম্প্রতিককালে নারীর যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদাকে যথোপযুক্ত স্থান করে দেওয়ার জন্য নারী ইতিহাসচর্চার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

৩৪. নারী ইতিহাসচর্চা বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থের নাম লেখো।

উত্তর জেরাল্ডিন ফর্বেস 'উইম্যান ইন মডার্ন ইন্ডিয়া', মালবিকা কার্লেকরের 'ভয়েসেস ফ্রম উইদিন', কমলা ভাসিনের 'হোয়াট ইজ প্যাট্রিয়ার্কি, বি আর নন্দর 'দ্য ইন্ডিয়ান উইম্যান ফ্রম পর্দা টু মর্ডানিটি' ইত্যাদি নারী ইতিহাসচর্চার উল্লেখযোগ্য নাম।

৩৫. আধুনিক ভারতের ইতিহাসচর্চার উপাদান কী কী?

উত্তর আধুনিক ভারতের ইতিহাসচর্চার উপাদানে প্রাচুর্যের অভাব নেই। সরকারি নথিপত্র, হিসাবপত্র, জমিজমার দলিল-দস্তাবেজ, ওকালতনামা, সরকারি চিঠি, এ ছাড়া মানচিত্র, ছবি, বাড়িঘরের নকশা, ইস্তাহার, বিজ্ঞাপন, লিফলেট, ব্রোশিও, পোস্টার, আত্মজীবনী, স্মৃতিকথা, ডায়েরি, সেকালের সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র— এগুলি সবই আধুনিক ভারতের ইতিহাসচর্চার উপাদান।

৩৬. মহাফেজখানা কাকে বলে?

উত্তর ভারতে সরকারি নথি সংরক্ষণের প্রথা প্রচলিত হয় মোগল আমলে। নথি সংরক্ষণের ঘরটি 'মহাফেজখানা' নামে পরিচিত ছিল। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় রেকর্ড রুম খোলা হয়। স্বাধীনতার পর কেন্দ্রীয় সরকারের রেকর্ড বা নথি সংরক্ষণাগার জাতীয় আর্কাইভস আর রাজ্যস্তরে রাজ্য আর্কাইভস নামে পরিচিত।

৩৭. ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ কয়েকটি সরকারি নথিপত্রের উদাহরণ দাও।

উত্তর পরাধীন ভারতবর্ষের গোয়েন্দা-পুলিশের রিপোর্ট থেকে সেই সময়কার রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে জানা যায়। এ প্রসঙ্গে ডেনহ্যাম রিপোর্ট, জেমস ক্যাম্পবেল কার-এর রিপোর্ট, নিক্সন রিপোর্ট উল্লেখযোগ্য।

৩৮. আত্মজীবনী এবং স্মৃতিকথা বলতে কী বোঝো?

উত্তর কিছুটা বয়সে পৌঁছে মানুষ যখন নিজের ফেলে আসা জীবনকাহিনি ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করে তখন তাকে আত্মজীবনী বলে। স্মৃতিকথা ও নিজের জীবনের স্মৃতি নিয়েই লেখা হয়। তবে সেগুলি খুব একটা সাজানো-গোছানো ধারাবাহিক বর্ণনা না হয়ে টুকরো টুকরো ঘটনাবলিও হতে পারে।

৩৯. বিপিনচন্দ্র পালের আত্মজীবনী থেকে সমকালীন কোন্ সময়ের কথা জানা যায়?

উত্তর 'সত্তর বৎসর' গ্রন্থে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ব্রিটিশ শাসনের ধ্বংসাত্মক দিক এবং তার প্রতিবাদে গঠিত আন্দোলনগুলি সম্পর্কে জানা যায়। এ ছাড়া ওই সময়কালের সমাজ পরিবারচর্চাও এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

৪০. 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থটি থেকে কী ধরনের ঐতিহাসিক উপাদান পাওয়া যায়?

উত্তর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থটি থেকে বাংলার বিপ্লবীদের কাজকর্ম তথা স্বদেশি আন্দোলন, লর্ড কার্জনের সময়কার বাংলার পরিস্থিতির বর্ণনা পাওয়া যায়। নবগোপাল মিত্রের 'হিন্দুমেলা' এবং রাজনারায়ণ বসুর সভাপতিত্বে গড়ে ওঠা 'স্বাদেশিকতার সভা' এবং হিন্দুমেলার বিবর্তনের ইতিহাস জানা যায়।

৪১. ইন্দিরা গান্ধিকে লেখা জওহরলাল নেহরুর চিঠিগুলির বিষয়বস্তু কী ছিল?

উত্তর চিঠির সংকলনটির বিষয়বস্তু ছিল প্রকৃতির পরিচয় এবং ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস, সভ্যতার ক্রমবিকাশের কাহিনি। এ ছাড়া বেশ কয়েকটি শিক্ষামূলক চিঠিও ছিল। কিন্তু চিঠিতে জাতীয়তাবোধকে ছাপিয়ে গিয়েছে সারা পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা। এ ছাড়া রাষ্ট্রদর্শন, স্বদেশপ্রীতি, নৈতিকতা, ধর্মের উদ্ভবের প্রসঙ্গও আছে চিঠিগুলিতে।

৪২. সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের মধ্যে কী তফাত?

উত্তর সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাগুলি বড়ো হয় এবং উন্মুক্ত হয়। আর সাময়িকপত্র আকৃতিতে ছোটো বইয়ের মতো বাঁধানো আকৃতির হয়।

সংবাদপত্র নিয়মিত প্রকাশ হয়। সাময়িকপত্র নির্দিষ্ট দিনের ব্যবধানে প্রকাশিত হয়। সংবাদপত্র সাম্প্রতিককালের ঘটনা প্রকাশ করে। সাময়িকপত্র বিষয়ভিত্তিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

৪৩. আধুনিক ভারতের ইতিহাসচর্চায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাটি কেন গুরুত্বপূর্ণ?

উত্তর বাঙালির জীবন ও মননে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটায় এই পত্রিকা। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের পাতায় সমকালীন সমাজ ও রাজনীতির ওপরে কশাঘাত হেনেছিলেন। 'কমলাকান্তর দপ্তর'-এর কমলাকান্তকে মুখপাত্র করে সেই সময়কার বাবু কালচার, সমাজের অনেক অন্ধকার দিকে তিনি আঙুল তুলেছেন।

৪৪. 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকাটি সমকালীন যুগের দলিল— ব্যাখ্যা করো।

উত্তর 'সোমপ্রকাশ' প্রবলভাবে ব্রিটিশদের অপশাসনের বিরোধিতা করেছে এবং প্রাঞ্জল ভাষায় সরকারের সমালোচনা করেছে। বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ, শিক্ষা বিস্তার, কৃষকদের দুরবস্থা, বিজ্ঞানচর্চা ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন লেখা হত। রাজনৈতিক বিষয়ে শক্তিশালী বক্তব্য রেখে সরকারের বিরুদ্ধে বিপুল জনসমর্থন গড়ে তুলেছিল এই পত্রিকা।

৪৫. ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহে ইনটারনেটের ভূমিকা কী?

উত্তর কোথাও না গিয়ে ঘরে বসেই খুব তাড়াতাড়ি যে-কোনও তথ্য জেনে ফেলা যায়। এতে সময় এবং অর্থ বাঁচে। বইয়ের যা দাম, তার থেকে অনেক অল্প পয়সায় ইনটারনেটের সুবিধা পেতে পারে মানুষ। এমনকি অনলাইন লাইব্রেরি থেকে গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্টও পাওয়া সম্ভব। যে-কোনো পুরোনো বইয়ের PDF(Portable Document Formate) ও চাইলে সংগ্রহ করে ফেলা সম্ভব।

বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নমান ৪

◆ আধুনিক ভারতের ইতিহাসচর্চার বৈচিত্র্য ◆

১. নতুন সামাজিক ইতিহাসচর্চায় খেলার ইতিহাসের গুরুত্ব এবং ভারতে খেলাধুলার ইতিহাসচর্চা সম্পর্কে লেখো।

উত্তর **ভূমিকা :** খেলাধুলা মানুষের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের একটা অংশ। খেলাধুলা মানুষকে শারীরিকভাবে সক্ষম করে তোলে। শুধু তাই নয়, খেলাধুলা এক নির্ভেজাল বিনোদনও। খেলাধুলা মানুষের মনে এক জাতীয় সংহতির চেতনার জন্ম দেয়।

- **খেলাধুলার গুরুত্ব :** সাম্প্রতিককালে খেলাধুলার ইতিহাস নিয়ে ঐতিহাসিকরা চর্চা শুরু করেছেন। কারণ বৃহত্তর সমাজের নানান দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন

ঘটে খেলাধুলায়।

- **জাতীয়তাবোধ :** খেলায় যোগদানকারী থেকে পৃষ্ঠপোষক পর্যন্ত সকলের মনেই খেলাধুলা জাতীয়তাবোধের সঞ্চার ঘটায়। যেমন—১৯১১ খ্রিস্টাব্দে মোহনবাগান যখন ইস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্ট দলকে হারিয়ে আই এফ এ শিল্ড জিতল, সেটা যেন শুধু খেলায় জয়লাভ ছিল না। সেটা ছিল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের জয়।
- **সুদূরপ্রসারী প্রভাব :** শুধুমাত্র জাতীয়তাবাদ নয়, সাম্প্রদায়িকতা, বর্ণবৈষম্য, সমাজের ক্রমবিবর্তন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলিকে খেলাধুলা প্রভাবিত করে। সামাজিক এবং দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ খেলাধুলা। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে খেলাধুলা সমাজের সব স্তরের মানুষের মধ্যেই অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

  খেলাধুলাকে কেন্দ্র করে মানুষ নিজের দেশ তথা প্রিয় খেলার দল, খেলোয়াড়দের প্রতি আবেগপ্রবণ হয়ে উঠছে। পুরুষদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মেয়েরাও বিভিন্ন খেলাধুলায় অংশ নিচ্ছে। ফলে এভাবেই নারী স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত হচ্ছে।
- **গবেষকগণ :** ১৯৭০-এর দশকে প্রথম ইউরোপে খেলাধুলার ইতিহাস নিয়ে চর্চা শুরু হয়। বিদেশে হেনিং ইচবার্গ, মার্টিন জোন্স, রবার্ট এডেলম্যান প্রমুখ খেলার ইতিহাসচর্চা শুরু করেন। এদেশে খেলার ইতিহাসচর্চার সূত্রপাত হয় ১৯৮৮ তে। সৌমেন মিত্রকে এই ধারার অগ্রদূত বলা যেতে পারে। পরবর্তীতে রামচন্দ্র গুহ, বোরিয়া মজুমদার, অর্জুন আপ্পাদুরাই প্রমুখ ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাস নিয়ে কাজ করেন।

২. **সাম্প্রতিককালের ইতিহাসচর্চায় পোশাক-পরিচ্ছদের ইতিহাসের গুরুত্ব নির্ণয় করো।**

উত্তর **ভূমিকা :** পোশাক-পরিচ্ছদ মানুষের প্রাথমিক চাহিদাগুলির অন্যতম। মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদে নানা বিবর্তন ও পরিবর্তন লক্ষিত হয়। বর্তমানে নতুন ধারার ইতিহাসচর্চায় পোশাক-পরিচ্ছদের ইতিহাসচর্চাও গুরুত্ব লাভ করেছে।

- **পোশাকের প্রকারভেদ :** কোনো একটা অঞ্চলের পোশাকের ধরন কেমন হবে তা নির্ভর করে ওই অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, অর্থনৈতিক অবস্থান ইত্যাদি বিষয়গুলির ওপরে। এ ছাড়া একই গোষ্ঠীর ভিন্ন জীবিকা বা সামাজিক অবস্থানের ওপরেও নির্ভর করে পোশাকের ধরন।
- **সংস্কৃতির নির্ণায়ক পোশাক :** পোশাক অনেক ক্ষেত্রেই জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির নির্ণায়ক হয়ে থাকে। কোনো এক জনগোষ্ঠীর পোশাকের রুচি এবং শৈলী থেকে ওই জনগোষ্ঠীর প্রগতিশীলতা, রক্ষণশীলতা, নারীস্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়ে প্রাথমিক পরিচয় পাওয়া যায়। এমনকি কোনো এক জনগোষ্ঠীর পোশাকের বিবর্তন দেখে বোঝা যায় , ওই গোষ্ঠীর ওপরে পার্শ্ববর্তী দেশ বা জনগোষ্ঠীর প্রভাব রয়েছে কিনা।
- **বিবর্তন :** একই দেশের একই জনগোষ্ঠীর পোশাক-পরিচ্ছদে যুগে যুগে বিবর্তন লক্ষ করা যায়। প্রাচীনকালের ভাস্কর্য এবং চিত্র দেখে এবং সাহিত্য থেকে সেইসময়কার পোশাক-পরিচ্ছদের রীতি সম্পর্কে ধারণা তৈরি হয়। মধ্যযুগে ফ্রান্সের নাগরিকরা সামাজিক পদমর্যাদা অনুযায়ী পোশাক পরিধান করত। কেবলমাত্র রাজপরিবারের লোকজনই দামি পোশাক ব্যবহার করত।
- ঔপনিবেশিক শাসনকালে এদেশের পোশাক-পরিচ্ছদে শিল্পবিপ্লব এবং পশ্চিমি রীতির প্রভাব পড়েছিল। পরে সাধারণ মানুষের মধ্যেও দেশীয় ধুতি-চাদর ত্যাগ করে কোর্ট-প্যান্টকে আপন করে নেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। পারস্য রীতিতে এদেশে শাড়ি পরিধানের প্রচলন করে ব্রাহ্মসমাজ। শাড়ির সঙ্গে সেমিজ পরার প্রচলনও হয় সেইসময়।
- **জাতীয়তাবোধের উন্মেষ :** পোশাক-পরিচ্ছদের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। যেমন এদেশের শাসনকারী ব্রিটিশদের বিরোধী বার্তা দিতে বিলাতি দ্রব্য বর্জন করে মোটা কাপড় পরার রীতি তৈরি হয়। গান্ধিজি পাশ্চাত্যের কোর্ট-প্যান্ট ছেড়ে এদেশীয় ধুতি-চাদর পরা শুরু করেন। এইভাবেই তাঁর পোশাক পরিধান তৎকালীন ইংরেজদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবোধের পরিচয় বহন করে।
- **উপসংহার :** ইউরোপে পোশাক সম্পর্কিত প্রথম গ্রন্থ ষোড়শ শতকেই লেখা হয়ে গিয়েছিল। আধুনিক যুগে কার্ল কোহলার, মাইকেল ডেভিস প্রমুখ পোশাক-পরিচ্ছদের ইতিহাসচর্চা করেন। মলয় রায়ের 'বাঙালির বেশবাস' অন্যতম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। সৌদামিনী খাস্তগির রচিত 'স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ'ও উল্লেখযোগ্যতার দাবি রাখে। এমা টারলো রচিত 'ক্লোথিং ম্যাটারস ড্রেস অ্যান্ড আইডেনটিটি ইন ইন্ডিয়া', সি কেশবের 'জীবিত সমরম' পোশাক পরিচ্ছদের তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ।

৩. **নৃত্যকলার ইতিহাসচর্চা সম্পর্কে আলোচনা করো।**

উত্তর **ভূমিকা :** প্রাচীনকাল থেকেই নৃত্যকলা বিভিন্ন জাতি এবং গোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে ধারণ এবং বহন করে চলেছে। ভারতে প্রচলিত যতরকমের নৃত্যকলা আছে, তার সবকটিই ধর্মকে কেন্দ্র করে। দেশের বিভিন্ন স্থানে মন্দিরগুলিতে দেবদাসী প্রথার প্রচলন ছিল। এখনও বহু প্রাচীন মন্দিরে বিগ্রহের সামনে নৃত্যরত নারীমূর্তি দেখা যায় যা ওই সময়ের সামাজিক ধর্ম ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে অবহিত করে। বলা হত, দেবদাসীরা সংগীত এবং নৃত্যের মাধ্যমে দেবতাদের সেবা করে থাকে।

- **ধ্রুপদি নৃত্যকলা :** দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মন্দিরগুলিতে পরিবেশিত এক একটি নৃত্যশৈলীই এক একটি ধ্রুপদি নৃত্যকলার জন্ম দেয়। যেমন কত্থক, ভরতনাট্যম, কথাকলি, কুচিপুড়ি, ওডিশি, মণিপুরী। এ ছাড়া মোহিনীআট্টম, ছৌ, গর্বা ইত্যাদি। কয়েকজন বিখ্যাত ধ্রুপদি নৃত্যশিল্পী হলেন মল্লিকা সারাভাই, শোভনা নারায়ণ, উদয়শঙ্কর, বিরজু মহারাজ, কেলুচরণ মহাপাত্র, রুক্মিণী অরুণ্ডালে প্রমুখ।
- **বঞ্চিত সাধারণ মানুষ :** যেহেতু সাধারণ মানুষের মন্দিরে প্রবেশের অধিকার ছিল না, সুতরাং নৃত্যকলা কেবলমাত্র অভিজাত এবং ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের উপভোগ্য ছিল। এর থেকে বোঝা যায় ওই সময় প্রবল সামাজিক বৈষম্য ছিল।
- **সর্বজনীনতা :** পরবর্তীকালে ধর্মের বন্ধন ছিন্ন করে নৃত্যকলার প্রবেশ ঘটে উচ্চবর্গের পাশাপাশি সাধারণ মানুষ এমনকি জনজাতির জীবনেও, বিনোদনের অঙ্গ হয়ে ওঠে নৃত্যকলা।
- **বিবর্তনের ধারা :** প্রাচীন যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বিভিন্ন নৃত্যকলার ধারাবাহিকতা এবং পরিবর্ধন পর্যালোচনা করলে ভারতীয় সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ধারা অনেকটাই প্রাঞ্জল হয়ে যাবে।
- **গবেষক :** বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে নৃত্যকলার গবেষণা এবং ইতিহাসচর্চা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। পদ্মা সুব্রহ্মণিয়ম, সোনাল মানসিংহ, শোভনা গুপ্তা, গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়, আকৃতি সিনহা প্রমুখ নৃত্যকলার ইতিহাসচর্চায় মুন্সিয়ানার স্বাক্ষর রেখেছেন।

৪. **শিল্পচর্চার প্রধান শাখাগুলির অন্যতম হিসেবে নাট্যচর্চার ইতিহাস বর্ণনা করো।**

উত্তর **ভূমিকা :** প্রাচীন গ্রিসে নাট্যচর্চার প্রচলন ছিল। বস্তুত প্রাচীনকালের সেই নাটকগুলি আজও পর্যন্ত বিস্ময়ের উদ্রেক করে। ইউরোপে নাট্যচর্চার ইতিহাস অনেক প্রাচীন। তবে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে শেকসপিয়রের নাটক ছাড়াও রিচার্ড স্টিল, ডেভিড গ্যারিক, জন গে, বেন জনসন প্রমুখের লেখা নাটক মঞ্চস্থ হত।

- **প্রাচীনকালের নাটক :** এদেশে নাট্যকলারও উৎপত্তি স্থল হল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান। সুদীর্ঘ সময়কালের ধর্মাচরণের পর দিনের শেষে মৌখিক গল্পগুলিকে সাজিয়ে-গুছিয়ে সংলাপ বসিয়ে নাটকের রূপ দেওয়া হত এবং উপস্থিত মানুষজনেরাই তাতে অভিনয় করত। ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থে রঙ্গমঞ্চের উল্লেখ আছে। এ ছাড়া পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'-তে 'নট' অর্থাৎ অভিনেতা এবং শিলালিন এবং কৃশাশ্ব নামে দুজন নাট্যাচার্যের কথা পাওয়া যায়। বলা হয় ২০০০ বছর বা তার আগেও এদেশে নাটকের অস্তিত্ব ছিল। প্রাচীনকালের বিখ্যাত নাটকগুলির স্রষ্টা ছিলেন কালিদাস, শূদ্রক, ভাস, অশ্বঘোষ।
- **ভাবনার প্রতিফলন :** সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক পরিস্থিতি, শোষণ, অত্যাচার, বৈষম্য, সাম্রাজ্যবাদ, জাতীয়তাবাদের যথাযথ প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে নাটকের প্রদর্শনে এবং নাটক এইভাবে লোকশিক্ষা ও জনমতকে প্রভাবিতও করে।
- **প্রকারভেদ :** সংগীতের মতো নাটকেও অনেক বিভাগ রয়েছে। যেমন— একাঙ্ক নাটক, শ্রুতিনাটক, গীতিনাট্য, গণনাট্য, পথনাটক ইত্যাদি।
- **আধুনিক ইতিহাস :** ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে এক রুশ পর্যটক লেবেদেফ 'বেঙ্গলি থিয়েটার' নাম দিয়ে বাংলায় প্রথম থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম নাটক 'কাল্পনিক সংবদল'। এরপর উনবিংশ শতাব্দীতে থিয়েটারের ব্যাপক প্রসার ঘটে। কলকাতাবাসী অনেক থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা এবং অনেক উৎকৃষ্ট নাটকের সফল মঞ্চায়ন দেখেছে।
- **নাট্যকার :** সেইসময় যুগোপযোগী নাটকগুলি লিখেছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শিশির ভাদুড়ী, শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত প্রমুখ। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে ফ্যাসীবাদ বিরোধী গোষ্ঠী সর্বহারাদের কথা বর্ণনা করার জন্য 'Indian People's Theatre Association' বা 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' তৈরি করেন।
- **উপসংহার :** নাটকের ইতিহাসচর্চায় সেলিম আল দীনের 'মধ্যযুগের বাংলা নাট্য', কপিলা বাৎস্যায়নের 'ভারতের নাট্য ঐতিহ্য', রজতকান্ত রায়ের 'Exploring Emotional History' , ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' ইত্যাদি

নাটকের ইতিহাসচর্চা বিষয়ক গ্রন্থ।

৫. **শিল্পের ইতিহাসচর্চায় চলচ্চিত্র ইতিহাসের গুরুত্ব নির্ণয় করো।**

উত্তর **ভূমিকা :** আধুনিক যুগে বিনোদনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হল চলচ্চিত্র। এটা সংগীত-নৃত্য-নাটকের মিলিত মাধ্যম। ক্যামেরাকে বলা হয় সবচেয়ে শক্তিশালী গণমাধ্যম। মানুষের কাছে এর গ্রহণযোগ্যতা তাই অনেক বেশি।

- **চলচ্চিত্রের ইতিহাস :** ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে ২৮ ডিসেম্বর লুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয় প্যারিসে প্রথম বায়োস্কোপের সফল বাণিজ্যিক প্রদর্শনী করেন। এর ঠিক ছমাস পরে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে ৭ জুলাই লুমিয়ের ভাইদের একজন মুম্বাইয়ের ওয়াটসন হোটেলে প্রথম বায়োস্কোপের প্রদর্শনী করেন। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় আমেরিকার হলিউড এবং ভারতের মুম্বাই চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রধান অঞ্চলে পরিণত হয়।
- **ভারতে চলচ্চিত্র :** উপমহাদেশে চলচ্চিত্রের ধারার প্রবর্তক হীরালাল সেন। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে বরিশালের ভোলায় এসডিওর বাংলোয় প্রথম চলচ্চিত্রের প্রদর্শন করেন সেন ভাইরা। তাঁর 'রয়্যাল বায়োস্কোপ কোম্পানি' স্বল্পদৈর্ঘ্যের কিছু ছবি বানায়। পরবর্তীকালে দাদাসাহেব ফালকের পরিচালনায় ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম নির্বাক ছবি 'রাজা হরিশচন্দ্র' মুক্তি পায়। প্রথম বাংলা নির্বাক সিনেমা 'বিল্বমঙ্গল' ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় মুক্তি পায়। কলকাতার টালিগঞ্জ বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠতে শুরু করে।
- **কাহিনি ও নির্মাণ :** চলচ্চিত্র এমন এক মাধ্যম যেখানে দুটি বিষয় একত্রে গুরুত্ব পায়। এগুলি হল বিষয়বস্তু বা কাহিনি। অন্যটি হল তার নির্মাণের পদ্ধতি। সাধারণভাবে বলা যায় বিষয় হিসেবে সমকালীন রাজনৈতিক এবং সামাজিক ঘটনাবলি চলচ্চিত্রে অধিক গুরুত্ব পেয়ে থাকে। এ ছাড়া ঐতিহাসিক ঘটনাবলি, ঔপনিবেশিক শাসনকাল, জাতীয়তাবাদ, পৌরাণিক কাহিনি সব কিছুই চলচ্চিত্রের উপজীব্য হয়ে উঠেছে। দেশভাগের বিপর্যয় কীভাবে সাধারণ মানুষের জীবন তছনছ করে দিয়েছে, তা নিয়ে বহু বাস্তববাদী ছবি তৈরি হয়েছে। ঋত্বিক ঘটকের ছবি 'মেঘে ঢাকা তারা' এবং 'সুবর্ণরেখা' এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে নির্মাণ কৌশল সম্পর্কে বলতে গেলে সত্যজিৎ রায় নির্মিত চলচ্চিত্রগুলির কথা চলে আসে। ছবিগুলির প্রেক্ষাপট ভারতীয় তথা বাংলার সমাজ। কিন্তু নির্মাণের যে প্রায়োগিক দিক, তাতে তাঁর বেশ কয়েকটি ছবিই বিশ্বের প্রথম সারিতে উত্তীর্ণ। জীবনের সঙ্গে সমান্তরাল ছবি নির্মাণেও বাংলা চলচ্চিত্র উৎকৃষ্টতার ছাপ রেখেছে। বাংলার তথা ভারতের কয়েকজন সফল চিত্রপরিচালক হলেন সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, তপন সিংহ, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত প্রমুখ।
- **উপসংহার :** চলচ্চিত্র বিষয়ে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বাংলা গ্রন্থ সত্যজিৎ রায়ের 'একেই কি বলে শুটিং' এবং 'বিষয় চলচ্চিত্র', ঋত্বিক ঘটকের 'চলচ্চিত্র , মানুষ এবং আরও কিছু', ফারহানা মিলির 'সিনেমা এলো কেমন করে', নির্মাল্য আচার্যর 'শতবর্ষে চলচ্চিত্র' প্রভৃতি।

৬. **যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বিষয়ে ইতিহাসচর্চা সম্পর্কে লেখো।**

উত্তর **ভূমিকা :** সভ্যতার অগ্রগতির ক্ষেত্রে যানবাহন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। আদিম মানুষের চাকার আবিষ্কার থেকে আজ পর্যন্ত ইনটারনেটের আবিষ্কার, এ যেন এক নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া, যোগাযোগ মাধ্যমকে উন্নত থেকে উন্নততর করার।

- **অতীতের কথা :** কোনো স্থানের যানবাহন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ওই অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থানের ওপরে নির্ভর করত। সমতলে ঢুলি পালকি চলত। আর ছিল হাতি-ঘোড়ার ব্যবহার। উত্তর মেরুপ্রদেশে ছিল বরফের ওপর থেকে কুকুরে টানা স্লেজ গাড়ি। মরুপ্রদেশে উটের পিঠে চড়ে যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল। খবর আদানপ্রদানের জন্য শুরু হয়েছিল ডাকের প্রচলন।

  প্রাচীনকালের ঘটনার বিবরণসম্বলিত পুস্তক পাঠ করলে তৎকালীন যোগাযোগ ব্যবস্থার একটা রূপরেখা পাওয়া যায়। যেমন— বিজয়গুপ্তের 'মনসামঙ্গল'-এ প্রাপ্ত চাঁদসদাগরের বাণিজ্যতরী, 'সপ্তডিঙা মধুকর' এর নাম বাঙালি মাত্রই জানে।
- **আধুনিকীকরণ :** এর পরবর্তীকালে ক্রমশ মজবুত রাস্তা তৈরির কৌশল আবিষ্কার হল। যানবাহন হল যন্ত্রনির্ভর। রবার্ট ফুলটন আবিষ্কার করলেন স্টিমার। ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে জর্জ স্টিভেনসন বাষ্পচালিত রেল ইঞ্জিন আবিষ্কার করলে যোগাযোগ ব্যবস্থায় আসে যুগান্তকারী পরিবর্তন। যোগাযোগ ব্যবস্থার এই বিপুল উন্নতির প্রভাব পড়ল মানুষের জীবনযাত্রায়।

রেল, সড়ক ও ডাক ব্যবস্থা দেশের প্রতিটি অঞ্চলের মানুষকে একসূত্রে বেঁধে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটিয়েছে। একে একে আবিষ্কার হয়েছে টেলিগ্রাফ, টেলিফোন। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি পরাধীন ভারতবর্ষে বিপুল প্রভাব ফেলেছিল। একদিকে যেমন রেলপথ বসিয়ে ব্রিটিশরা আমাদের দেশের সম্পদ নির্বিচারে লুঠ করে নিয়ে গিয়েছিল, অন্যদিকে রেলপথ এবং টেলিগ্রাফের আবিষ্কার বিপ্লবীদের কার্যকলাপকে ত্বরান্বিত করেছে। বিপ্লবীরা বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ এবং পারস্পরিক ঐক্য রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গকে কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানী মার্কনি, হার্টস এবং জগদীশচন্দ্র বসু আবিষ্কার করেন বেতারমাধ্যম। এর ফলে এক দেশ থেকে আর এক দেশে কিছু সময়ের মধ্যে বার্তা পাঠানো সম্ভব হয়। এরই মধ্যে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে রাইট ভ্রাতৃদ্বয় এরোপ্লেন আবিষ্কার করলেন। মানুষে মানুষে ভৌগোলিক দূরত্ব গেল ঘুচে। আজকাল খুব অল্প সময়ের মধ্যেই মানুষ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে পৌঁছে যেতে সক্ষম হয়েছে। আর সাম্প্রতিককালের আবিষ্কার ইনটারনেট তো যোগাযোগ ব্যবস্থাকে এক সীমাহীন লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছে। ঘরের কোণে বসে এখন আমরা সারা পৃথিবীটাকে হাতের মুঠোয় রেখে দিয়েছি।

- **উপসংহার :** যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি আমাদের জীবনযাত্রার ধারাকে নিরন্তর বদলে চলেছে। অবিশ্রান্ত এই পথ চলা।

  এ সম্পর্কে গবেষণা করেছেন ইয়ান কের, জন আর্মস্ট্রং প্রমুখ। আর এস চৌরাসিয়ার 'হিস্ট্রি অব মডার্ন ইন্ডিয়া' বই থেকে এদেশের যানবাহন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। এ ছাড়া সুনীল কুমার মুন্সি, আইয়ান কের প্রমুখের নামও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

৭. **দৃশ্যশিল্পের অন্যতম শাখা, চিত্রকলার ইতিহাসচর্চা সম্পর্কে আলোচনা করো।**

উত্তর **ভূমিকা :** দৃশ্যশিল্পের ইতিহাসচর্চা সাম্প্রতিককালে প্রাধান্য লাভ করেছে। শিল্পীরা রং-তুলিতে তাঁদের শিল্পভাবনাকে ছবিতে মূর্ত করে তোলেন।

- **প্রাচীন চিত্রকলা :** আদিম মানুষের আঁকা গুহাগাত্রের ছবিগুলিকেই চিত্রকলার প্রাচীনরূপ হিসেবে ধরা যেতে পারে। পরবর্তীকালে মিশর, গ্রিস, ব্যাবিলনের মতো প্রাচীন সভ্যতার দেশগুলিতে মন্দির, রাজসভা, সমাধিস্থলে প্রচুর দেয়ালচিত্র পাওয়া গিয়েছে। প্রাচীন ভারতের রাজারাও ছিলেন চিত্রশিল্পের পৃষ্ঠপোষক।
- **সমকালীনতা :** চিত্রকররা সমকালীন ঘটনাবলিকে ছবির মাধ্যমে তুলে ধরেন। সেই ঘটনার প্রতি শিল্পীর যে মনোভাব, তাঁর সৃষ্টিতে হয়তো তার ছাপ পড়ে কিন্তু বিষয়বস্তু তথ্যনিষ্ঠ হয়ে থাকে। ফলত সেই ছবি হয়ে ওঠে সমকালীন ইতিহাসের উপাদান। এ প্রসঙ্গে পিকাসোর বিখ্যাত 'গের্নিকা' ছবিটার কথা বলা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে স্পেনের গৃহযুদ্ধ চলাকালীন গের্নিকা শহরের দৃশ্য ফুটে উঠেছে ছবিতে। ফ্যাসিবাদ, যুদ্ধবিয়োগান্ত পরিস্থিতি এবং নিরপরাধ সাধারণ মানুষের ওপরে ঘটে যাওয়া বর্বরতার দলিল এই ছবিটি।
- **ভারতের চিত্রকলা :** প্রাচীন এবং মধ্যযুগের ভারত চিত্রশিল্পে উৎকৃষ্ট মননশীলতার ছাপ রেখেছে। কেবলমাত্র বস্তুর দৃশ্যমানতা নয়, তার সঙ্গে মিশেছে শিল্পীর ভাবনা, অনুভূতির মিশেল। পালযুগে বৌদ্ধ পুথিগুলির অঙ্কনশৈলী অভিনবত্বের দাবি রাখে। মোগলযুগে দরবারের দেয়ালগাত্রে পারসিক চিত্রকলার প্রভাব রয়েছে। মোগলযুগে রাজস্থানের নিজস্ব ঘরানার চিত্রশিল্প গড়ে ওঠে। এ ছাড়া দক্ষিণ ভারতের বিজয়নগরেও চিত্রকলার চমকপ্রদ নিদর্শন দেখা যায়।
- **রেনেসাঁসের শিল্পীরা :** ইউরোপের নবজাগরণের সময় লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, রাফায়েল, মাইকেল অ্যাঞ্জেলো প্রমুখ বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা বেশকিছু ছবি আজও জনপ্রিয়তার শীর্ষে।
- **আধুনিক ভারতের চিত্রকলা :** ইউরোপীয় ঘরানায় তেল রং মাধ্যম এবং মডেল বসিয়ে লাইভ স্টাডির প্রচলন এদেশে শুরু করেন রাজা রবিবর্মা। ইউরোপীয় চিত্রকলার পথ অনুসরণে ভারতে ইন্দো-ইউরোপীয় নামে এক নতুন ধারার চিত্রকলার চর্চা শুরু হয়। ঠাকুরবাড়ির অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ এবং পরে নন্দলাল বসু, যামিনী রায় এই ধারার চিত্রকলার চর্চা করেছিলেন।
- **উপসংহার :** চিত্রকলার ইতিহাসচর্চা এবং গবেষণা কার্যে ই বি হ্যাভেল, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, এ কে কুমারস্বামী, ড. নীলিমা আফরিন, অশোক মিত্র

প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

৮. নতুন সামাজিক ইতিহাসচর্চায় স্থাপত্যের ইতিহাসচর্চা কেন প্রাধান্য পেয়েছে, বিস্তারিত আলোচনা করো।

উত্তর **ভূমিকা :** স্থাপত্যের ইতিহাসচর্চার মধ্য দিয়ে কোন স্থানের সাংস্কৃতিক সমন্বয়, ধর্ম, সমাজ, অর্থনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে জানা যায়।

- **স্থাপত্যের প্রকারভেদ :** স্থাপত্যের ইতিহাসচর্চার প্রধান দিক হল বিভিন্ন ধরনের স্থাপত্যশৈলী ও স্বাতন্ত্র্য খুঁজে বের করা। মধ্যপ্রাচ্য থেকে আগত শাসকদের প্রভাবে মধ্যযুগের ভারতের মৌলিক স্থাপত্যরীতিতে ইন্দো-পারসিক এবং ইন্দো-ইসলামিক প্রভাব দেখা যায়। পরবর্তীকালে নির্মিত ইউরোপীয় স্থাপত্যগুলির পিলার-আর্চ-কার্নিশে ইউরোপীয় প্রভাব স্পষ্ট। প্রাচীন সুমের সভ্যতায় নগর দেবতার উদ্দেশ্যে মন্দির নির্মাণ হত। 'জিগুরাত' নামে পরিচিত এই মন্দিরগুলিতে থাকত অসংখ্য ঘর এবং আকাশছোঁয়া গম্বুজ। মিশরের পিরামিড, গ্রিসের পার্থেনন (মন্দির), রোমের কলোসিয়াম (অ্যাম্ফিথিয়েটার), ভারতের বিশাল আকৃতির প্রাচীন মন্দির— ইত্যাদি স্থাপত্যকীর্তিগুলি স্থাপত্যের ইতিহাসচর্চার আলোচ্য বিষয়। বাংলার মন্দিরের স্থাপত্যের গঠনশৈলীতেও পার্থক্য রয়েছে। যেমন বিষ্ণুপুরের মন্দির নির্মাণে 'রুফিং স্টাইল', দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির 'ভঞ্জ স্টাইল' এবং প্রত্যন্ত গ্রামের মন্দির নির্মাণে 'বাংলো স্টাইলের' অনুসরণ করা হয়েছে।
- **ভারতের স্থাপত্য :** গুজরাট, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশের সারনাথ, বিহারের রাজগির, নালন্দা ইত্যাদি স্থানে প্রাচীন স্থাপত্য নিদর্শনগুলির অনুসন্ধান করেছেন জেমস ফার্গুসন। সাম্প্রতিককালে বাংলার পাহাড়পুর এবং চন্দ্রকেতুগড়েও আবিষ্কৃত হয়েছে মূল্যবান প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ।

  ইউরোপীয়দের এদেশে আগমনের পরে নির্মিত স্থাপত্যগুলিতে ইউরোপীয় প্রভাব দেখা যায়। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত কলকাতা হাইকোর্টের গঠনরীতিতে ইন্দোগথিক স্টাইলের অনুসরণ করা হয়েছে। এ ছাড়া কলকাতা টাউন হল (রোমান ডরিক স্টাইল), মেটক্যাফে হল (নিওক্ল্যাসিক্যাল), সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল চার্চ (ইন্দোগথিক)-এর স্থাপত্যশৈলী উল্লেখযোগ্য।
- **উপসংহার :** স্থাপত্যের ইতিহাসচর্চার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল জেমস ফার্গুসনের 'হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ন আর্কিটেকচার', টমাস মেটক্যাফের, 'অ্যান ইমপিরিয়াল ভিসন ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার অ্যান্ড ব্রিটেন'স রাজ', তপতী গুহঠাকুরতার 'দ্য মেকিং অব আ নিউ ইন্ডিয়ান আর্ট' এবং পার্শি ব্রাউনের 'ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার'। ভারতীয় মন্দিরগুলির শিল্পকলা ও গঠনরীতি নিয়ে গবেষণা করেছেন অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রতনলাল চক্রবর্তী প্রমুখ।

৯. সাম্প্রতিককালে স্থানীয় ইতিহাসচর্চা কেন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে?

উত্তর **ভূমিকা :** স্থানীয় বিষয়বস্তুকে ভিত্তি করে রচিত হয় এই ইতিহাস। আমেরিকার ওয়েস্ট সাইড কনফারেন্সে স্থানীয় ইতিহাসকে বলা হয়েছে 'কমিউনিটি এমপাওয়ারমেন্ট থ্রু নেবারহুড হিস্ট্রি'।

- **মূল উপজীব্য :** স্বল্পপরিসরে অল্প আয়তনের কোনও একটা অঞ্চলের উৎস, তার বিকাশ, বিবর্তন, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক বৈশিষ্ট্যের সন্ধান করে স্থানীয় ইতিহাস। কোনও একটা অঞ্চলে গ্রাম বা শহর গড়ে ওঠার কাহিনি, সেখানকার অধিবাসী, তাদের জীবনযাত্রার প্রণালী, শিক্ষা-সংস্কৃতি, খেলাধুলা এবং বিশিষ্ট মানুষদের কাহিনি স্থানীয় ইতিহাসের উপজীব্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন স্থান, অঞ্চলের ইতিহাস একত্রিত হয়ে কোনও দেশের ইতিহাস তৈরি করে। ভারতের আঞ্চলিক ইতিসের প্রকৃষ্ট উদাহরণ কলহন রচিত 'রাজতরঙ্গিনী'।
- **বৈশিষ্ট্য :** সাধারণত স্থানীয় কোনও গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠান স্থানীয় ইতিহাস রচনার কাজ শুরু করে। পরে সেটি কখনও বড়ো প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা পেয়ে থাকে। বৃহত্তর ইতিহাসের আলোচনায় ক্ষুদ্র স্থানগুলি তেমন গুরুত্ব পায় না। কিন্তু স্থানীয় ইতিহাসচর্চায় সেই খামতি পূরণ হয়। অনেক ক্ষেত্রেই স্থানীয় ইতিহাসচর্চার বেশিরভাগ উপাদানই মৌখিক। ফলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মূল কাহিনিতে কল্পনা ও অতিরঞ্জনের রং লাগে। তাই তথ্য হিসেবে ব্যবহার করার আগে যাচাই করতে হয় প্রতিটি বিষয়।
- **উপসংহার :** আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে কয়েকটা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল— শিবনাথ শাস্ত্রীর, 'হিস্ট্রি অব ব্রাহ্মসমাজ', স্যার যদুনাথ সরকারের, 'আ হিস্ট্রি অব জয়পুর', জি এস সরদেশাইয়ের 'নিউ হিস্ট্রি অব মারাঠাস', রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাঙ্গালার ইতিহাস'। এ ছাড়া সতীশচন্দ্র মিত্রের

'যশোহর-খুলনার ইতিহাস', রাধারমন সাহার 'পাবনা জেলার ইতিহাস', কুমুদনাথ মল্লিকের 'নদীয়া কাহিনি', মনোরঞ্জন চন্দ্রের, 'মল্লভূম বিষ্ণুপুরের ইতিহাস', আমানুল্লা খানের 'হিস্ট্রি অব কুচবিহার' ইত্যাদি।

১০. সাম্প্রতিককালে পরিবেশের ইতিহাসচর্চা কীভাবে গুরুত্ব লাভ করেছে, আলোচনা করো।

উত্তর **ভূমিকা :** পরিবেশ একটি দেশ বা জাতির ইতিহাসের নিয়ন্ত্রণ করে। কোনও একটা অঞ্চলের উষ্ণতার ওপরে নির্ভর করে সেখানকার জীববৈচিত্র্য, মানুষের জীবনযাত্রা। শীতপ্রধান অঞ্চলের মানুষরা অনেক বেশি কর্মঠ হয়। উপকূলবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীরা নৌবিদ্যায় পারদর্শী হয়। পাথুরে-মরু অঞ্চলের লোকেরা অনেক কষ্টসহিষ্ণু হয়। সমতলের লোকেরা তুলনায় আরামপ্রিয় হয়। প্রাকৃতিক সম্পদ দেশের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

- **পরিবেশের সংকট :** বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে মানুষ প্রকৃতির উপরে ক্রমাগত অত্যাচার চালিয়েছে। আর তার ফলস্বরূপ পরিবেশগত সংকট তৈরি হয়েছে। পৃথিবীকে বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচাতে, পরিবেশগত সংকট সৃষ্টির কার্যকারণ সম্পর্কে জানা এবং তা থেকে মুক্তির উপায় খুঁজতে পরিবেশের ইতিহাসচর্চা গুরুত্ব লাভ করেছে।
- **পরিবেশের ইতিহাসচর্চা :** ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে ঐতিহাসিক ক্ল্যারেন্স গ্ল্যাকেন 'Traces on the Rhodian Shore' বইটি লিখে পরিবেশ সংক্রান্ত ইতিহাসচর্চার ধারার সূচনা করেন। ১৯৭০-এর দশকে এই চর্চা স্বীকৃতি পায়। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসেবে পালিত হয়।
- **ইতিহাসচর্চার বিষয় :** সভ্যতা ও শিল্পের সম্প্রসারণ, প্রাকৃতিক সম্পদের মাত্রাছাড়া ব্যবহার, নগরায়ণ, দূষণের কারণে পরিবেশ ভারসাম্য হারাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে র‍্যাচেল কারসন ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে 'দ্য সি অ্যারাউন্ড আস' লিখে সাড়া ফেলে দেন। কীটনাশক পরিবেশের জন্য কতটা ভয়ংকর, এ বিষয়ে লেখা তাঁর অপর আর একটি বই, ' দ্য সাইলেন্ট স্প্রিং'। সেখানে বলা হয় রাসায়নিক দূষণে পাখি প্রজনন ক্ষমতা হারাচ্ছে। ফলে কৃষিক্ষেত্রে ডিডিটি নিষিদ্ধ হয়ে যায়। বাস্তুতন্ত্র, বনাঞ্চল, আবহবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়গুলি পরিবেশের ইতিহাসচর্চার অন্তর্গত।
- **পরিবেশ রক্ষার্থে আন্দোলন :** ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের পর এদেশে পরিবেশের ইতিহাসচর্চা শুরু হয়। পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য সংগঠিত আন্দোলন যেমন কর্ণাটকের 'আপ্পিকো আন্দোলন' (১৯৭৩), উত্তরাখণ্ডের 'চিপকো আন্দোলন' (১৯৭৪), মহারাষ্ট্রের 'নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন' (১৯৮৫) পরিবেশের ইতিহাসে গুরুত্ব পেয়েছে। রিচার্ড গ্রোভের 'গ্রিন ইম্পিরিয়ালিজম', অ্যালফ্রেড ক্রসবির 'ইকোলজিক্যাল ইম্পিরিয়ালিজম', রামচন্দ্র গুহ এবং মানব গ্যাটগিল রচিত, 'দিস ফিসার্ড ল্যান্ড অ্যান ইকোলজিকাল হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া' এ বিষয়ের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।
- **উপসংহার :** সাম্প্রতিককালে ভারতের সর্বত্র বিশেষত বাংলায় পরিবেশের ইতিহাসচর্চা গুরুত্ব পেয়েছে। মনীষ প্রধান, সুধাংশু পাত্র, ইরফান হাবিব, সাহিদা বেগ, তরুণ সরকার প্রমুখ গবেষকদের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

১১. সাম্প্রতিককালে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ইতিহাসচর্চা ও তার প্রসার সম্পর্কে আলোচনা করো।

উত্তর **ভূমিকা :** বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির ইতিহাস শুরু হয়েছে আদিম যুগ থেকে। প্রকৃতিকে পরাজিত করে পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে তুলতে মানুষ সেই আদি কাল থেকে একের পর এক আবিষ্কার করে গেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দুটি দিক— ব্যাবহারিক ও তত্ত্বগতদিক। মানুষ বিজ্ঞানকে যেমন কল্যাণের কাজে ব্যবহার করেছে তেমনই কখনো-কখনো বিজ্ঞান মারণাস্ত্রের অভিশাপ হয়ে ওঠে।

- **গ্রন্থ :** সাম্প্রতিককালে সামাজিক ঐতিহাসিকরা মনে করছেন যে বিজ্ঞান ও গবেষণা এক জাতীয় সামাজিক কার্যকলাপ। তাই বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসকে জানা দরকার। জে ডি বার্নালের 'সায়েন্স ইন হিস্ট্রি' গ্রন্থটি এই প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞানের ইতিহাস গুরুত্ব লাভ করে ১৯৬২ তে। টমাস কুন তাঁর 'স্ট্রাকচার অব সায়েন্স রেভোলিউশন' গ্রন্থে বিজ্ঞানের ইতিহাস কেন গুরুত্বপূর্ণ, তার ব্যাখ্যা করেন।
- **অতীতের বিজ্ঞানচর্চা :** প্রাচীনকালে মিশর, ব্যাবিলন, গ্রিস , ভারত বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির অগ্রগতির ছাপ রেখেছে। মধ্যযুগে অবশ্য কৃষি আর যুদ্ধবিদ্যা ছাড়া আর কোথাও সেভাবে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির অগ্রগতির কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।
- **আধুনিক যুগে বিজ্ঞানচর্চা :** আধুনিক যুগে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কৃষি, শিল্প, যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা, যুদ্ধবিদ্যাসহ বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিভিন্ন শাখা নিয়ে চর্চা হচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির ফলে

ইউরোপে শিল্পবিপ্লব ঘটে যা প্রভাবিত করেছিল সারা পৃথিবীর রাজনীতি এবং অর্থনীতিকে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতায় বিজ্ঞানচর্চা এবং প্রযুক্তিবিদ্যাচর্চা প্রভৃত উন্নতি লাভ করে।

- **ভারতের বিজ্ঞানচর্চা :** বাংলাও পিছিয়ে ছিল না। ১৭৮৭-তে শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন তৈরি শুরু হয়। ১৮৫১-য় ভারতে জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া স্থাপিত হয়। ১৮৭৬-এ 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কাল্টিভেশন অব সায়েন্স' স্থাপিত হয়। ১৯০১-এ বেঙ্গল কেমিক্যাল এবং ১৯১৭-য় বোস ইন্সটিটিউট স্থাপিত হয়। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর পৃষ্ঠপোষকতায় পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যার মতো আরও অনেক শাখা নিয়ে গবেষণা শুরু হয় আলিগড় সায়েন্টিফিক সোসাইটি, ডন সোসাইটিতে।
- **উপসংহার :** বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ইতিহাস জানা যায় যে গ্রন্থগুলি থেকে সেগুলি হল আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের ' হিস্ট্রি অব হিন্দু কেমিস্ট্রি', মানবেন্দু ব্যানার্জি শাস্ত্রী সম্পাদিত 'Essays on Ancient Indian Science and Technology' এবং দীপক কুমারের 'সায়েন্স অ্যান্ড দ্য রাজ' প্রভৃতি থেকে।

১২. সাম্প্রতিককালে সামাজিক ইতিহাসচর্চায় নারী ইতিহাসকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয় কেন? আলোচনা করো।

উত্তর **ভূমিকা :** এতদিন প্রথাগত ইতিহাসচর্চায় পুরুষ জাতি প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। নারীরা ছিল অত্যাচার ও বঞ্চনার শিকার। তাই যখন নারী ইতিহাসচর্চা শুরু হল, প্রাথমিকভাবে এর উদ্দেশ্য ছিল ইতিহাসে নারীর স্থান এবং তার যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ।

- **ইতিহাসের নারীরা :** প্রাচীন-মধ্যযুগ-আধুনিকযুগ ব্যাপী ক্লিওপেট্রা, রাজিয়া, নূরজাহান, লক্ষ্মীবাই, দুর্গাবতীর মতো নারীদের নাম পাওয়া যায়। এ ছাড়া স্বাধীনতা আন্দোলনে মাতঙ্গিনী হাজরা, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার অথবা স্বাধীনতা পরবর্তী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি নারী সমাজের গৌরব।
- **নারী ইতিহাসচর্চা :** আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের শাখা হিসেবে আমেরিকায় নারী ইতিহাস শুরু হয় ১৯৬০-এর দশকে। এরপর ফ্রান্স ক্রমে ইউরোপ এবং ভারতসহ এশিয়ার বহুদেশে নারী ইতিহাসচর্চা গুরুত্ব পায়।
- **ইতিহাসের উপজীব্য :** এই ইতিহাসের মূল উপজীব্য ছিল নারীবাদের উদ্ভব, নারী আন্দোলনের ধারা, নারীর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক তত্ত্বসমূহ, নারীশিক্ষার প্রসার, সংস্কৃতি, উন্নয়ন, পরিবেশ, স্বাস্থ্য ইত্যাদি। সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতা বাড়ানোর উদ্যোগ, চাকুরির ক্ষেত্রে নারীদের সমান সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা করা, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি দিকগুলি নারী ইতিহাসচর্চায় গুরুত্ব পেয়েছে।
- **উপসংহার :** নারীবিদ্যা বা ফেমিনিজম কেবল একটা তত্ত্ব নয়। নারীর অবদানকে মূল্য দেওয়া , নারীবিদ্বেষ দমন করা, নারীদের সম্পর্কে নৈতিক বোধ এবং সমমনোভাব পোষণ, নারীকে সাবলম্বী করে তোলায় উদ্যোগ গ্রহণ এসবই নারী ইতিহাসচর্চার মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

  নারীকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দকে নারীবর্ষ, ১৯৭৫-৮৫ নারীদশক এবং ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারীদিবস পালিত হয়।

  নারী সমাজের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ Geraldine Forbes-এর 'Women in Modern India', J Krishnamurthy সম্পাদিত 'Women in Colonial India' , চিত্রা ঘোষের 'বাংলার রাজনীতি ও নারী আন্দোলন'।

বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নমান ৪

আধুনিক ভারতের ইতিহাসচর্চার উপাদান ব্যবহারের পদ্ধতি

১. আধুনিক ভারতের ইতিহাসের উপাদান হিসেবে সরকারি নথিপত্রের গুরুত্ব নির্ণয় করো।

উত্তর ভারত তথা সারা বিশ্বের আধুনিক ইতিহাসচর্চা করার অন্যতম উপাদান হল সরকারি নথিপত্র। সরকারি নথিপত্র সংরক্ষণের প্রথা শুরু হয় মোগল আমলে। নথি সংরক্ষণ করা হত 'মহাফেজখানা'য়। ইংরেজ শাসনকালে নথি সংরক্ষণের জন্য ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় 'রেকর্ড রুম' চালু হয়। পরবর্তীকালে বঙ্গে সচিবালয় রেকর্ড রুম এবং কেন্দ্রীয় স্তরে ইম্পিরিয়াল রেকর্ড অফিস গড়ে ওঠে।

- **ইউরোপীয় বণিকদের আগমন :** ইউরোপীয় বণিকদের বাণিজ্যকুঠির সংরক্ষিত প্রতিবেদন এবং

হিসাবপত্র সমকালীন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ইতিহাসের উপাদান।

- **সরকারি প্রামাণ্য নথি :** সরকারি আধিকারিকদের চিঠিপত্র, প্রতিবেদন, বিবরণ, এ ছাড়া গোয়েন্দা এবং পুলিশের রিপোর্ট, স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাদের চিঠিপত্র ইত্যাদি সরকারি নথিপত্রের অন্তর্ভুক্ত। সরকারি উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের চিঠিপত্র, প্রতিবেদন থেকে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জানা যায়। যেমন ১৮৮৫ তে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্বে এদেশের অধিবাসীদের মনে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যে তীব্র ক্ষোভ জমা হয়েছিল, অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউমের চিঠি থেকে সেকথা জানা যায়। কোনও রাজনৈতিক ঘটনা সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের কী মনোভাব ছিল, সেসবও জানা যায়।
- **সরকারি সাধারণ নথি :** সরকারি সাধারণ নথিপত্রেরও গুরুত্ব রয়েছে। নথিগুলি থেকে সংশ্লিষ্ট সময়ের সামাজিক পরিকাঠামো, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অর্থনৈতিক উন্নতি, পরিবহণ ব্যবস্থা এসবের ব্যাপারে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়।
- **উপাদান:** সেসময় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের রাজনৈতিক সক্রিয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এবং গোয়েন্দা দপ্তরের রিপোর্টের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। সংরক্ষিত সেইসব রিপোর্ট স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসচর্চার নির্ভরযোগ্য উপাদান। নিক্সন রিপোর্ট, ডেনহ্যাম রিপোর্ট, জেমস ক্যাম্পবেল কার-এর রিপোর্ট উল্লেখযোগ্য।
- **দেশীয় নেতাদের পত্র :** স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম সারির নেতাদের পরস্পরের প্রতি লিখিত এবং প্রেরিত চিঠিপত্র, ইস্তাহার, কাগজপত্র ইতিহাসচর্চায় গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি সরবরাহ করে। এ প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধি, জওহরলাল নেহরু, লালা লাজপত রায়, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল প্রমুখ নেতাদের রচনাসম্ভার উল্লেখযোগ্যতার দাবি রাখে।
- **উপসংহার :** সরকারি নথিপত্রেরও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কারণ রিপোর্টগুলি এদেশের প্রতি ঔপনিবেশিক সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা, তাই পক্ষপাতদুষ্ট। তাই এগুলি ব্যবহার করার আগে যতটা সম্ভব নিরপেক্ষ মনোভাব নিয়ে ঘটনার বিশ্লেষণ এবং অন্য উপাদানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে নেওয়া উচিত।

২. **আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথামূলক রচনাগুলি কীভাবে আধুনিক ভারতের ইতিহাস রচনার উপাদান হয়ে উঠেছে, বর্ণনা করো।**

উত্তর **ভূমিকা :** একজন মানুষ জীবনের অনেকটা সময় কাটানোর পরে আত্মজীবনী বা স্মৃতিকথা লেখেন। এই ধরনের রচনা প্রকৃতপক্ষে জীবনের গল্প। তাই এখানে কল্পনার স্থান নেই। নিজের জীবন, সমকালীন ঘটনা এর মূল উপজীব্য। রাধাকৃষ্ণণ লিখেছেন, 'ব্যক্তিজীবনী তার সমকালীন ইতিহাসের প্রতিচ্ছবি'। আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থগুলিতে কখনো-কখনো এমন কিছু ঘটনার উল্লেখ এবং তার বিবরণ থাকে যার উল্লেখ সরকারি নথিতে থাকে না। প্রত্যক্ষদর্শীদের এই বিবরণই পরবর্তীতে ইতিহাসচর্চায় সাহায্য করে থাকে।

- **ইতিহাসচর্চায় আত্মজীবনী :** রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং প্রথম সারির নেতাদের আত্মজীবনীগুলি যথার্থই ইতিহাসচর্চার নির্ভরযোগ্য উপাদান। এ প্রসঙ্গে জওহরলাল নেহরুর 'অ্যান অটোবায়োগ্রাফি', নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর 'অ্যান ইন্ডিয়ান পিলগ্রিমস', গান্ধিজির 'দ্য স্টোরি অব মাই এক্সপেরিমেন্টস উইথ ট্রুথ', মৌলানা আবুল কালাম আজাদের 'ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম', রাজেন্দ্রপ্রসাদের 'আত্মকথা', বিপিনচন্দ্র পালের 'সত্তর বৎসর', সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আ নেশন ইন মেকিং'-এর নাম উল্লেখ করা যায়। এ ছাড়া লালা লাজপত রায়, রাজনারায়ণ বসুর আত্মজীবনী ও ইতিহাসচর্চার উপযোগী তথ্যমূলক গ্রন্থ, স্বাধীনতা সংগ্রামী সাভারকর, বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, হেমচন্দ্র কানুনগো প্রমুখের আত্মজীবনীগুলি এক একটি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ লড়াই এবং সমকালীন ঘটনাবলির সাক্ষ্য দেয়।
- **অরাজনৈতিক ব্যক্তিগণের আত্মজীবনী :** কিছু অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের আত্মজীবনীতেও যুগের প্রতিচ্ছবি ধরা পড়েছে। যেমন— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জীবনস্মৃতি', সরলাদেবী চৌধুরানির 'জীবনের ঝরাপাতা', নিরোদ সি চৌধুরীর, 'অটোবায়োগ্রাফি অব অ্যান আননোন ইন্ডিয়ান', দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আত্মচরিত', দক্ষিণারঞ্জন বসুর 'ছেড়ে আসা গ্রাম', শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' প্রভৃতি গ্রন্থ।
- **উপসংহার :** আত্মজীবনী কোন্ দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখা হবে, তা নির্ভর করে লেখকের মানসিক

অবস্থা, আত্মজীবনী লেখার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য, মনোভাবের ওপর। অনেক সময় দেখা যায় লেখক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নন, পরোক্ষ অভিজ্ঞতা শুনে লিখছেন। তেমন ক্ষেত্রে তথ্য ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যেহেতু জীবনের শেষ লগ্নে পৌঁছে মানুষ আত্মকথা রচনায় ব্রতী হন, অনেকটা সময় কেটে যায় মাঝখানে। সেক্ষেত্রেও ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই ভালো করে তথ্য যাচাই করা উচিত।

৩. **আধুনিক ভারতের ইতিহাসচর্চার উপাদান হিসেবে বিপিনচন্দ্র পালের 'সত্তর বৎসর' গ্রন্থের গুরুত্ব নির্ণয় করো।**

উত্তর **ভূমিকা :** আধুনিক ভারতের ইতিহাসচর্চার উপাদান হিসেবে আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের গুরুত্ব অপরিসীম। বিপিনচন্দ্র পাল রচিত 'সত্তর বৎসর' এমনই একটি গ্রন্থ।

- **বিষয়বস্তু :** 'সত্তর বৎসর' পূর্ণ আত্মজীবনী নয়। লেখকের জন্মকাল হিসাবে ১৮৫৮ থেকে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালের কথা আছে এতে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটিশবিরোধী রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে প্রবল স্বদেশি আন্দোলনের এক উজ্জ্বল দলিল এটি। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে এটি 'প্রবাসী' পত্রিকায় ছাপা হতে শুরু হয়। ১৯৫৫ তে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় 'সত্তর বৎসর' নামে।

  শ্রীহট্টের পৈল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন বিপিনচন্দ্র। সেখানেই উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। সেসময়ের শিক্ষাব্যবস্থা, মিশনারিদের প্রভাব, সমাজজীবনের অনেক তথ্য, লোকাচার, ধর্ম, সংস্কৃতি, উৎসব, অনুষ্ঠান, যাত্রাগান, পুরাণপাঠ, শৈশবের গ্রামের এবং শ্রীহট্ট জেলার নানা ঘটনার বর্ণনা আছে। পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্সি কলেজ, ছাত্রাবাসের কথা, ছাত্রাবস্থায় হিন্দু লোকাচারের বিরুদ্ধে কড়া সমালোচনা, ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ, ব্যক্তিজীবনের টানাপোড়েন, পিতার সঙ্গে মতবিরোধ, ব্রাহ্মসমাজের ভাঙন ইত্যাদি ঘটনার অনুপুঙ্খ বর্ণনা আছে গ্রন্থটিতে।

- **বিশ্লেষণ :** গ্রন্থটি পাঠ করলে উত্তাল রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে আবৃত চলমান এক সময়কালকে যেন চোখের সামনে দেখতে পাওয়া যায়। ঔপনিবেশিক শাসনের ধ্বংসাত্মক প্রভাব এবং এর প্রতিবাদে গঠিত আন্দোলনগুলির প্রতি তাঁর সমর্থন লক্ষ করা গেছে। বিপিনচন্দ্র পাল নিজে ছিলেন একজন সাংবাদিক, লেখক, শীর্ষস্থানীয় জননেতা এবং সুবক্তা। নবগোপাল মিত্রের নিকট প্রথম জাতীয়তাবাদের প্রেরণা পান তিনি। ১৮৮০ তে শ্রীহট্টে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। জাতীয় জাগরণের নায়ক আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, লালা লাজপত রায়, বালগঙ্গাধর তিলক, ঋষি অরবিন্দ প্রমুখের কথা এবং তাঁদের কর্মকাণ্ডের কথা জানা যায় গ্রন্থটি থেকে।

- **উপসংহার :** সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির এক ব্যক্তিনিরপেক্ষ সমাজদর্শন প্রতিফলিত হয়েছে গ্রন্থটিতে।

৪. **আধুনিক ভারতের ইতিহাসচর্চার উপাদান হিসেবে 'জীবনস্মৃতি' র গুরুত্ব নির্ধারণ করো।**

উত্তর **ভূমিকা :** আধুনিক ভারতের ইতিহাসচর্চায় আত্মজীবনী এবং স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থের গুরুত্ব অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা আত্মজীবনী 'জীবনস্মৃতি' তেমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ।

- **প্রথম সংস্করণ :** রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রবাসী' পত্রিকায় ভাদ্র, ১৩১৮-শ্রাবণ, ১৩১৯-এ ধারাবাহিক আকারে প্রকাশিত হয় লেখকের জীবনকাহিনি। এরপর জুলাই, ১৯১২ তে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা ২৪টি চিত্রে শোভিত হয়ে গ্রন্থাকারে 'জীবনস্মৃতি'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

- **বিষয়বস্তু :** ঠাকুরবাড়ির মতো অভিজাত পরিবারে শিশুদের জীবনধারা, তাদের শিক্ষাদান, গৃহের পরিবেশ, ছেলেবেলায় বাড়ির ভৃত্যের কাছে বড়ো হয়ে ওঠা, গৃহশিক্ষকের শাসন, ঠাকুরবাড়ির নিয়মানুবর্তিতা, নীতি-নির্দেশের কথা আছে গ্রন্থটিতে। ঠাকুরবাড়ির শিক্ষা-সংস্কৃতি, কাব্য-গীতি-নাট্যচর্চা, পোশাক -পরিচ্ছদ, রান্নাবান্না প্রভাবিত করেছিল তখনকার বাঙালিদের। কবির দেশভ্রমণ, ইংল্যান্ড যাত্রা, কাব্যচর্চা, গ্রন্থ এবং পত্রিকার প্রকাশ, সংগীতচর্চার কথা লেখা আছে 'জীবনস্মৃতি'র পাতায়।

- **বিশ্লেষণ :** সেই সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের চরম ধ্বংসাত্মক রূপ দেখা গিয়েছিল। ঠাকুরবাড়ির অন্দর তখন স্বাদেশিকতার ভাবনায় ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল। ধর্মসংস্কার আন্দোলন, ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠায় ঠাকুরবাড়ির ভূমিকা ছিল। পরবর্তীতে লেখক অনুভব করলেন, তাঁর পরিবারে

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব আছে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে স্বদেশাভিমানের বীজ বপন হয়েছে। পরিবারের শিশুদের ইংরেজি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা শিক্ষা দেওয়া হয়।

- **কার্যকারিতা :** রাজনারায়ণ বসু এবং জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর জোড়াসাঁকোতে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন। জ্যোতিরিন্দ্র নাথের উদ্যোগে রাজনারায়ণ বসুর সভাপতিত্বে স্বাদেশিকতার সভা অনুষ্ঠিত হয়। যুবকদের উদ্যোগে স্বদেশি দেশলাই কারখানা, কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা হয়। নবগোপাল মিত্র প্রতিষ্ঠা করেন হিন্দুমেলার। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (মেজদা) রচনা করেন জাতীয় সংগীত, 'মিলে সবে ভারত সন্তান'।
- **উপসংহার :** 'জীবনস্মৃতি' জীবনের ইতিহাস নয়। স্মৃতির রোমন্থন করেছেন তিনি। তাই বলা যায়, 'স্মৃতির পটে জীবনের ছবি' এঁকেছেন লেখক।

৫. **'জীবনের ঝরাপাতা' নামক আত্মজীবনীটি কীভাবে আধুনিক ভারতের ইতিহাসচর্চার উপাদান হয়ে উঠেছে, বর্ণনা করো।**

উত্তর **ভূমিকা :** সরলাদেবী চৌধুরানির লেখা 'জীবনের ঝরাপাতা' নামক স্মৃতিকথা গ্রন্থটি সমকালীন ইতিহাস এবং নারী জাগরণের এক উজ্জ্বল দলিল। ১৩৫১-৫২ বঙ্গাব্দে (১৯৪৪-৪৫ খ্রিস্টাব্দে) সাময়িকপত্র 'দেশ'-এ ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয় লেখাটি। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষে লেখাটি সাহিত্য সংসদ থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়।

- **লেখিকার পরিচয় :** লেখিকা ছিলেন রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবী এবং নদিয়ার জয়রামপুরের বিখ্যাত ঘোষাল বংশের সন্তান জানকীনাথ ঘোষালের দ্বিতীয়া কন্যা। বেথুন কলেজের কৃতি ছাত্রী সরলাদেবী আট বছরব্যাপী 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন।
- **বিষয়বস্তু :** গ্রন্থটিতে ঠাকুরবাড়ির কিছু সুখস্মৃতির রোমন্থন রয়েছে। ঠাকুরবাড়ির সংস্কৃতি, সামাজিক আচার পালন, একেশ্বরবাদ, ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অনুরাগ, গৌরবময় ঐতিহ্যের প্রকাশ রয়েছে রচনাটিতে।
- **বিশ্লেষণ :** উনিশ শতকের শেষ দুই দশক এবং বিশ শতকের প্রথম তিন দশকের সময়কালে বিচিত্র রাজনৈতিক টানাপোড়েনের সৃষ্টি হয়েছিল। সশস্ত্র বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ড এবং সেই সম্পর্কে নানা তথ্য পাওয়া যায় লেখাটিতে। তিনি নিজেও যুক্ত ছিলেন এসব কর্মকাণ্ডে। বিপ্লবীদের প্রেরণা দিতে এবং বীরপূজার উদ্দেশ্যে নতুন করে 'বীরাষ্টমী ব্রত' পালনের ব্যবস্থা করেন। তিনি ছিলেন 'প্রতাপাদিত্য উৎসব'-এর সংগঠক, মহিলা শিল্পমেলার কর্ণধার, খাদি প্রচারে গান্ধিজির সহায়ক। তিনি স্বদেশি পণ্য উৎপাদন ও প্রচারের উদ্দেশ্যে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' গঠন করেন। নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারীপ্রগতির সমর্থক ছিলেন। ভারতের মহিলা সংগঠন 'ভারত স্ত্রী তারামণ্ডল'-এর প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। তাঁর রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, গান্ধিজি, তিলক প্রমুখের কথা আছে। রবীন্দ্রনাথের দর্শন এবং বিবেকানন্দের ধর্মচেতনা তাঁকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়, একথা তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন।
- **উপসংহার :** 'জীবনের ঝরাপাতা' নারীশক্তির বিকাশের এক সুখময় স্মৃতিকথা। বাংলার আলোড়ন, উদ্দীপনা, স্বদেশ চেতনার প্রতিবিম্ব।

৬. **আধুনিক ভারতের ইতিহাস রচনায় 'ইন্দিরা গান্ধিকে লেখা জওহরলাল নেহরুর চিঠি' এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান— বর্ণনা করো।**

উত্তর **ভূমিকা :** 'Letters from a father to his daughter' হল একগুচ্ছ চিঠির সংগ্রহ। এই চিঠিগুলি জওহরলাল নেহরু এলাহাবাদ থেকে লিখেছেন তাঁর দশমবর্ষীয়া কন্যা ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনীকে, মুসৌরীতে।

- **প্রথম প্রকাশ :** ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে এলাহাবাদ ল'জার্নাল প্রেস থেকে মোট ত্রিশটি চিঠির এই সংকলন প্রকাশিত হয় উক্ত নামে। চিঠির মুখবন্ধে জওহরলাল লিখেছিলেন যে এই চিঠিগুলি এক দশমবর্ষীয়া কন্যাকে লেখা ব্যক্তিগত চিঠি। আশাকরি ছোটো ছেলেমেয়েরা এই বইটি পাঠ করে পৃথিবীকে ভিন্ন ভিন্ন দেশ দিয়ে গড়া এক বৃহৎ পরিসরে বলে ভাবতে শিখবে।
- **অনুবাদ এবং পুনর্মুদ্রণ :** মুন্সি প্রেমচন্দ ইংরেজিতে লেখা মূল পত্রগুলি হিন্দিতে অনুবাদ করেন। পরবর্তীকালে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে চিলড্রেন্স বুক ট্রাস্ট থেকে এই বইটি পুনর্মুদ্রিত হলে তখন মুখবন্ধ লেখেন ইন্দিরা গান্ধি। সেখানে তিনি লেখেন জ্ঞানজগতের প্রতি আগ্রহী তাঁর পিতা পত্রের মাধ্যমে নিজের ভাবনাকে প্রকাশ করে গেছেন। পৃথিবীর জন্ম আর মানুষের চেতনার সূত্রপাত সম্পর্কে তিনি

লিখেছেন। ইন্দিরা গান্ধির কথায়, চিঠির বক্তব্য তাঁর মনে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দিয়েছিল। মানুষের প্রতি সহানুভূতি আর পৃথিবী সম্পর্কে ঔৎসুক্য জাগিয়ে তুলেছিল। প্রকৃতিকে একটা বইয়ের মতো জানতে শিখিয়েছিল।

- **বিষয়বস্তু :** কীভাবে সভ্যতার প্রতিষ্ঠা হল, বুদ্ধি কীভাবে আদিম মানুষকে বাকি প্রাণীদের চাইতে চতুর ও শক্তিশালী করে তুলল, কীভাবে ধর্মবিশ্বাসের জন্ম হল, কীভাবে অর্থবহ শব্দের উচ্চারণক্রমে ভাষার জন্ম হল, সভ্যতার অগ্রগতি, আর্যদের আগমন, রামায়ণ-মহাভারতের আদর্শ, কীভাবে ক্রমশ সমাজ, সভ্যতা, রাজতন্ত্র ও রাষ্ট্রের জন্ম হল সেসব বর্ণনা রয়েছে চিঠিতে! শিক্ষাসংক্রান্ত কয়েকটি চিঠি, 'ধর্মের উদ্ভব ও শ্রম বিভাগ', 'সমুদ্রযাত্রা এবং বাণিজ্য', 'রাজা, মন্দির ও পুরোহিত', রাজনীতি এবং রাজনীতিবিদদের দূরদর্শিতার কথা বলেছেন একটা চিঠিতে।
- **বিশ্লেষণ :** দেশপ্রেমের আদর্শ এবং সমাজ সচেতনতার শিক্ষা দিয়েছিলেন তিনি। বৃহৎজগতকে বুঝতে জড়তা ও সংকীর্ণ সীমারেখা অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে হবে। অন্য দেশের ভালো কিছু থাকলে গ্রহণ করতে হবে। তিনি বলেছেন, ক্ষমতা কোনও অধিকার নয়, বিশেষ সুযোগ, যা স্বার্থ ভুলে বুদ্ধিদীপ্তভাবে ব্যবহার করতে হয়।
- **উপসংহার :** এই পত্রগুলি কন্যার নিঃসঙ্গ জীবনের সঙ্গী হয়ে উঠেছিল। এই পত্রগুলির মাধ্যমেই কন্যা ইন্দিরার মনে আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয় গড়ে উঠেছিল।

বিশেষ আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রশ্ন

১. ধরো তুমি একজন নতুন সামাজিক ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে একজন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তুমি কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেবে? এ ব্যাপারে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ লেখো। ৪

২. সাম্প্রতিককালে খেলাধুলার ইতিহাসচর্চা জনপ্রিয় কেন? এ সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন লেখো। ৪

৩. সাম্প্রতিককালে নারী ইতিহাসচর্চা প্রয়োজনীয় কেন? ৪

৪. ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের গুরুত্ব জানিয়ে তোমার বন্ধুকে একটি চিঠি লেখো। ৪

CHAPTERWISE MOCK TEST

শ্রেণি: দশম

বিষয়: ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়: ইতিহাসের ধারণা

সময় : 50 মিনিট **পূর্ণমান: 25**

১। সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো:- **$1 \times 5 = 5$**

(i) 'History from below' গ্রন্থটি রচনা করেন—
(ক) ই পি থমসন (খ) মার্ক ফেরো (গ) লয়েড জর্জ (ঘ) ভিনসেন্ট স্মিথ।

(ii) নতুন সামাজিক ইতিহাসচর্চা শুরু হয়—
(ক) ১৯৫০-এর দশকে (খ) ১৯৬০-এর দশকে (গ) ১৯৭০-এর দশকে (ঘ) ১৯৮০-এর দশকে।

(iii) ভারতে ফুটবল খেলা প্রবর্তন করেন—
(ক) ইংরেজরা (খ) ওলন্দাজরা (গ) পোর্তুগিজরা (ঘ) ফরাসিরা।

(iv) দাদাসাহেব ফালকে যুক্ত ছিলেন—
(ক) চলচ্চিত্রের সঙ্গে (খ) ক্রীড়া জগতের সঙ্গে
(গ) স্থানীয় ইতিহাসচর্চার সঙ্গে (ঘ) পরিবেশের ইতিহাসচর্চার সঙ্গে।

(v) কলকাতা বিজ্ঞান কলেজের ইতিহাস অন্তর্গত হবে—
(ক) ফোটোগ্রাফির ইতিহাসের (খ) খেলাধুলার ইতিহাসের
(গ) বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ইতিহাসের (ঘ) পরিবেশের ইতিহাসের।

২। নির্দেশ অনুযায়ী নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও— **$1 \times 4 = 4$**

(i) **একটি বাক্যে উত্তর দাও:** নিম্নবর্গীয় ইতিহাস চর্চার জনক কে?

(ii) **একটি বাক্যে উত্তর দাও:** 'সাইলেন্ট স্প্রিং' গ্রন্থটি কে রচনা করেন?

(iii) **ঠিক/ভুল লেখো:** মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালিকে নৃত্যের বিষয়ে আগ্রহী করে তুলেছিলেন উদয়শংকর।

(iv) **বিবৃতির-র সঙ্গে ব্যাখ্যা মেলাও:**
বিবৃতি : সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্র ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।
ব্যাখ্যা-১ : এইসব পত্রপত্রিকায় সমসাময়িককালের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের প্রতিবেদনও আলোচনা করা হয়।
ব্যাখ্যা-২ : এইসব পত্রপত্রিকা সম্পাদনা করেন শিক্ষিতরা।
ব্যাখ্যা-৩ : এইসব পত্র-পত্রিকায় প্রতিদিনের ঘটনার বিবরণ দেওয়া হয়।

৩। দু/তিনটি বাক্যে নিম্নলিখিত যেকোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও: **$2 \times 2 = 4$**

(i) আধুনিক ইতিহাসচর্চা বৈচিত্র্যপূর্ণ কেন?

(ii) খেলার ইতিহাসে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ বিখ্যাত কেন?

(iii) 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার বিষয়বস্তু কী ছিল?

৪। সাতটি/আটটি বাক্যে নিম্নলিখিত যে-কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও: **$4 \times 3 = 12$**

(i) নতুন সামাজিক ইতিহাসচর্চা বলতে কী বোঝ?

(ii) আধুনিককালে স্থাপত্যের ইতিহাসচর্চার পরিচয় দাও।

(iii) খাদ্যাভাসের ইতিহাসচর্চার গতিপ্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য লেখো।

(iv) যানবাহন-যোগাযোগ ব্যবস্থার ইতিহাসচর্চার চরিত্র অতিসংক্ষেপে আলোচনা করো।

(v) নারী ইতিহাসের ওপর একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ লেখো।

এই অধ্যায়ের প্রশ্নপত্রের উপর পরীক্ষা দিয়ে সেই উত্তরপত্রের ছবি তুলে Learning App-এ আপলোড করে দিলেই ওই প্রশ্নপত্রের Model Answer ছাত্রছাত্রীরা ডাউনলোড করে নিতে পারবে। আরও জানতে Call করো এই নম্বরে— 9903985050